প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৯ ◆ ১৮ - ২৪ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্ব

ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শুভেচ্ছা-স্বাগতম

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

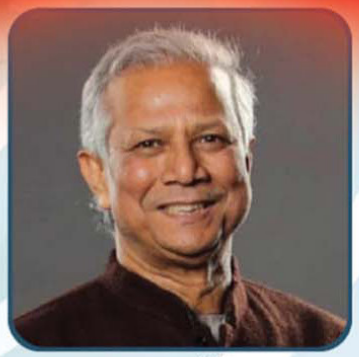

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

সালেহ উদ্দিন আহমেদ

এম সাখাওয়াত হোসেন

ড. আসিফ নজরুল

হাসান আরিফ

তৌহিদ হোসেন

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

মো. নাহিদ ইসলাম

আদিলুর রহমান খান

আসিফ মাহমুদ

সুপ্রদীপ চাকমা

ফরিদা আখতার

বিধান রঞ্জন রায়

আ.ফ.ম খালিদ হাসান

নুরজাহান বেগম

শারমিন মুরশিদ

ফারুক-ই-আজম

সোনার বাংলাদেশ, মা তুমি কাঁদছো কেন!

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

"দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন"

প্রয়াত যোসেফ কস্তা

জন্ম: ২৪ এপ্রিল, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১৫ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়ন মাঝে নিয়েছ ঠাঁই"

দেখতে দেখতে তিনটি বছর পার হয়ে গেলো। এলো বেদনাবিধূর সেই দিন ১৫ আগস্ট। আমাদের পরিবারের জন্য এটি শোকের মাস। সেদিন আমাদের দুঃখের সাগরে ফেলে পরম পিতা তোমাকে নিয়ে গেছেন তার গৃহে। তোমার এভাবে চলে যাওয়াতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। তোমার এই শূন্যতা আমরা প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করি। নিয়তির নিষ্ঠুর নিয়মে আমরা যদিও তোমাকে হারিয়েছি, তবুও তুমি রয়েছো আমাদের হৃদয় জুড়ে। ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে অত্যন্ত ধার্মিক, সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ, দয়ালু, ধৈর্যশীল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্বর্গসুখ দান করেন। তুমি আমাদের জন্য স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শ নিয়ে একত্রে জীবন-যাপন করতে পারি এবং জীবন শেষে তোমার সাথে ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

পরিবারবর্গ
জুলিয়েট তেরেজা কস্তা ও সন্তানেরা
দেওগাঁও, ধরেণ্ডা মিশন
সাভার, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৮১/২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ২৯
১৮ আগস্ট - ২৪ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
০৩ ভাদ্র - ০৯ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
যোসেফ ইভান্স গমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রত্যাশা পূরণ হোক

কাথলিক খ্রিস্টানেরা যিশুর জননী কুমারী মারীয়ার প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকে। তাই কুমারী মারীয়ার জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে সম্মানের সাথে স্মরণ করে তাঁর অনুগ্রহ যাচ্না করে। মাণ্ডলিক উপাসনাচক্রে ১৫ আগস্ট কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন মহাপর্বের নির্ধারিত তারিখ হলেও অধিক সংখ্যক বিশ্বাসী ভক্ত যেন উপাসনায় অংশ নিতে পারে তার জন্য উক্ত পর্বটি ১৮ আগস্ট রবিবার পালনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন পর্বে স্মরণ করা হয় পুত্রের ন্যায় মা মারীয়াও স্বশরীরে স্বর্গে উন্নীতা হলেন। কুমারী মারীয়ার স্বর্গ গমন খ্রিস্ট বিশ্বাসী সকলকে আশান্বিত করে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করে ভালো কাজ করলে, মানুষের মঙ্গল করলে আমরা স্বর্গে যেতে পারবো। তাই আমাদের পরম ইচ্ছা স্বর্গ লাভের প্রত্যাশা পূরণ করতে হলে আমাদেরকে যাত্রা শুরু করতে হবে এই পৃথিবী থেকেই প্রতিদিন ছোট ছোট ভালো কাজ করার মধ্যদিয়ে।

অনেককাল আগে থেকেই বাংলাদেশে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ যাবতকালে বাংলাদেশের অধিকাংশ শাসকগণ স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়াতে কখনই তেমন কোনো গুরুত্বই প্রদান করেননি। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পর থেকে শাসকগোষ্ঠীর অধিক পরিমাণ দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে রাষ্ট্রীয় সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো একবারেই ভংগুর অবস্থায় বিরাজমান ছিল। অধিকন্তু বিগত কোন কোন সরকার নিজ ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে সেগুলোকে অকার্যকর করেছে। এই জাতি পাকিস্তান আমলে ২৪ বছর আন্দোলন করেছে ও রক্ত ঝরিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য। স্বাধীনতার পর ক্রমান্বয়ে তারা অনেকবার রক্ত ঝরিয়েছে সেই গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য। ১৯৯০ ও ২০২৪-এর গণঅভুত্থান আমাদের সামনে জীবন্ত। ভোটের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্র গঠন হয়নি বলে বিগত সরকারগুলোর অনেকেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে জনগণকে নিষ্পেষিত ও শোষণ করেছে বিভিন্নভাবে। যে নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছাত্ররা জীবন দিয়ে রুখে দিয়েছে সরকারের স্বৈরাচারি মনোভাব। ছাত্র আন্দোলন ২০২৪ ও তার প্রতি অধিকাংশ জনগণের সংযুক্তি দ্বারা যে গণঅভুত্থানের সৃষ্টি হয়েছে; যা শেখ হাসিনার মতো ক্ষমতাধর শাসকের পতন ঘটিয়েছে তা দ্বারা প্রতীয়মান হয় জাতি গঠনে প্রক্রিয়ায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। তবে জাতি গঠন পরিপূর্ণতা পাবে না যদি না রাষ্ট্র গঠন ব্যবস্থা সঠিক হয়। তাইতো এখনো রাষ্ট্রে ধারাবাহিকভাবে সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিংসতা ও নানাবিধ অরাজকতা বিরাজমান রয়েছে। সদ্যগঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের গণতান্ত্রিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা। তার জন্য জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক ভোটের ব্যবস্থা করে একটি নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা এই সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। তবে এ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে জনগণের অনেক প্রত্যাশা। এ সরকার দেশের মঙ্গলের জন্য গুণগত পরিবর্তন আনয়ন করবেন। এ সময়ে দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ, জলবায়ুগত পরিবর্তন, পররাষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন দিকে ঝুঁকিতে আছে। তাই এই সরকারকে উদ্যমী হয়ে এবং প্রয়োজনে সময় নিয়ে সম্ভবপর সকলক্ষেত্রে সংস্কার সাধন করতে হবে। তবে বিশেষভাবে শিক্ষাখাত, অর্থনীতি, চিকিৎসা খাত, বিচার বিভাগ স্বাধীন এবং যোগ্যকরণ, সরকারি চাকরি ব্যবস্থা সংস্কার, বেকারত্ব নিরসন, ব্যবসা সহজীকরণ, দুর্নীতি দূরীকরণ, সন্ত্রাস দূরীকরণ, নির্বাচনী ব্যবস্থা পুনর্গঠন, পররাষ্ট্রনীতি পুনর্গঠন ও সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সুযোগদানের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দিতে হবে।

অনেক আশা-প্রত্যাশা নিয়ে এই আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে। নির্বাচিত সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গঠিত হলেও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সজাগ থাকেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই অন্তর্বর্তী সরকারের আবির্ভাব হয়েছে আমাদের দেশে। এই সরকার যেন কোনভাবেই একই দোষে দুষ্ট না হয়।

নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের মাধ্যমে বাঙালি জাতি যেমন পৃথিবীর বুকে মাইক্রো ক্রেডিটের জন্য স্বনামধন্য হয়েছে, তেমনিভাবে আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রত্যাশা করি তার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামগ্রিকভাবে সমাদৃত হবে পৃথিবীর বুকে। জাতি তার মতো মহান ব্যক্তির হাত ধরে তাদের বহু আকাঙ্খিত অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রকৃত পথ খুঁজে পাবে। †

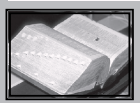

"কিন্তু তোমাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে না।' কেননা যীশু প্রথম থেকেই জানতেন, কারা বিশ্বাসহীন এবং তাঁর প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" (যোহন ৬ : ৬৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ আগস্ট - ২৪ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

১৮ আগস্ট, রবিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন, *মহাপর্ব*
প্রত্যা ১১: ১৯; ১২: ১-৬, ১০, সাম ৪৫: ১০-১২, ১৫-১৬, ১ করি ১৫: ২০-২৭, লুক ১: ৩৯-৫৬

১৯ আগস্ট, সোমবার
সাধু জন ইউদেস, যাজক
এজে ২৪: ১৫-২৪, সাম ২ বিব ৩২: ১৮-২১, মথি ১৯: ১৬-২২

২০ আগস্ট, মঙ্গলবার
সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য, *স্মরণদিবস*
এজে ২৮: ১-১০, সাম ২ বিব ৩২: ২৬-২৮, ৩০, ৩৫-৩৬, মথি ১৯: ২৩-৩০

২১ আগস্ট, বুধবার
সাধু দশম পিউস, পোপ, *স্মরণদিবস*
এজে ৩৪: ১-১১, সাম ২৩: ১-৬, মথি ২০: ১-১৬

২২ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
বিশ্বরাণী মারীয়া, *স্মরণদিবস*
ইসা ৯: ১-৬, সাম ১১৩: ১-৭, লুক ১: ২৬-৩৮

২৩ আগস্ট, শুক্রবার
লিমার সাধ্বী রোজ, কুমারী
এজে ৩৭: ১-১৪, সাম ১০৭: ২-৯, মথি ২২: ৩৪-৪০

২৪ আগস্ট, শনিবার
সাধু বার্থলমেয়, প্রেরিতদূত, পর্ব
প্রত্যা ২১: ৯-১৪, সাম ১৪৫: ১০-১৩খ, ১৭-১৮, যোহন ১: ৪৫-৫১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৯৭ ফা. জেরাল্ড ম্যাকমোহন, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফা. দান্তে বেরতলি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সি. মেরী ইগ্নেসিউস, এসএমআরএ (ঢাকা)

১৯ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৮৩ সি. জুডি সোল, এসএমএসএম
+ ১৯৮৪ ব্রা. ডনাল্ড ডব্লিউ স্মিট্স, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রা. চার্লস বিবো, সিএসসি (ঢাকা)

২০ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৫১ ফা. জ্যাঁ-মারী ফ্লুরী, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফা. বিকাশ হিউবার্ট রিবেরু (রাজশাহী)

২১ আগস্ট, বুধবার
+ ২০২৩ সি. মেরী বার্তা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২২ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৩৪ ফা. পিয়ের রোলে, সিএসসি
+ ২০২০ সি. মেরী অর্পিতা, এসএমআরএ (ঢাকা)

২৩ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৪২ ফা. যোসেফ হারেল, সিএসসি
+ ২০১৮ সি. নাজারিনা আগ্নেশ পারই, এসসি

২৪ আগস্ট, শনিবার
+ ১৯৭৫ সি. মেরী অব লূর্দস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

তৃতীয় খণ্ড
খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৭৮৮ এই উদ্দেশ্যে, মানুষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও যুগলক্ষণসমূহকে ব্যাখ্যা করবে সুবিবেচনার গুণ দ্বারা, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে, এবং পবিত্র আত্মার সাহায্য ও তাঁর দানের সহায়তা গ্রহণ ক'রে।

১৭৮৯ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিম্নোক্ত নিয়মগুলো প্রযোজ্য:

কেউ কখনও মন্দ কাজ করতে পারে না যাতে সেখান থেকে ভাল ফল আসে।

"সুবর্ণ-নীতি": "তোমরা লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমরাও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর।"

কারো প্রতিবেশীকে ও তার বিবেককে সম্মান করার সর্বাগ্রে থাকে ভ্রাতৃপ্রেম: "ভাইদের বিরুদ্ধে তেমন পাপ করলে, ও তাদের দুর্বল বিবেকে তেমন আঘাত করলে তোমরা খ্রীষ্টেরই বিরুদ্ধে পাপ কর।" অতএব, "যার কারণে তোমার ভাই স্খলিত বা দুর্বল হয়, তেমন কিছু থেকে নিজেকে সংযত রাখাই উত্তম।

॥ ঘ ॥ বিবেকের ভ্রমাত্মক বিচার

১৭৯০ মানুষ সব সময় বিবেকের সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তকে মেনে চলতে বাধ্য। যদি কেউ স্বজ্ঞানে এর বিরুদ্ধে যেত, তাহলে সে নিজেকেই দোষারোপ করত। তথাপি এরকম হতেও পারে যে, নৈতিক বিবেক অজ্ঞতার মধ্যে থাকে, এবং ভাবী ক্রিয়া বা ইতিমধ্যে সম্পাদিত ক্রিয়ার সম্বন্ধে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত দেয়।

১৭৯১ এই অজ্ঞতার জন্য প্রায় সময়ই ব্যক্তির প্রতি দায়-দায়িত্ব আরোপ করা যায়। এরকম ব্যাপার ঘটে যখন মানুষ "ভাল-মন্দ জানার জন্য মোটেই চেষ্টা করে না, অথবা পাপের অভ্যাসের দ্বারা বিবেক বহু মাত্রায় প্রায় অন্ধ হয়ে গেছে। "৫" এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার মন্দ কাজের জন্য দোষী।

১৭৯২ খ্রীষ্ট ও তাঁর মঙ্গলসমাচার সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্যদের মন্দ আদর্শ, নিজের প্রবৃত্তিগুলোর নিকট দাসত্ব, বিবেকের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা জাহির করা, মণ্ডলীর অধিকার ও তার শিক্ষাকে বর্জন করা, মনপরিবর্তন ও ভ্রাতৃপ্রেমের অভাব: এসবই নৈতিক আচার-আচরণে বিবেক - -বিচারের ভ্রান্তির উৎস হতে পারে।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৯ আগস্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের **বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও**-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগস্ট তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। **"খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"**-এর সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

জনগণের প্রত্যাশা

বিশেষ প্রতিবেদন

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাথে বাংলাদেশের মানুষ খুব একটা পরিচিত নয়। তবে অনেকটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মতোই তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের পরিচয় হয়েছিল তিন দশকেরও বেশি সময় আগে, আরেক সংকটময় সময়ে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ ৬ ডিসেম্বর সেনাশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের পতনের পর পঞ্চম জাতীয় নির্বাচন আয়োজনে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। পরের সংসদে সংবিধান সংশোধন করে এই মেয়াদের বৈধতা দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের ওই সময়ে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি মওদুদ আহমদ পদত্যাগ করলে সাহাবুদ্দীন আহমদ উপরাষ্ট্রপতি হন। এরপর রাষ্ট্রপতি এরশাদ পদত্যাগ করলে সে পদে বসেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ২০০৯-১৪ মেয়াদের সময় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ খ্রিস্টাব্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানটি বাতিল হয়। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ সরকার বলা যেতে পারে।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মুখে গত ৫ আগস্ট সোমবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগের পর সংবিধানের ৫৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, অন্য মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হয়। ঐদিনই (সোমবার) আওয়ামী লীগ ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ঐ বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে মঙ্গলবার সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর ড. ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয় যা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে গঠিত হলো দেশের বহুল আলোচিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। নতুন এই সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক।

নবীন-প্রবীণের অন্তর্বর্তী সরকার

শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে ১৭ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে ১৪ জনকে গত ৮ আগস্ট তারিখে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। ৮৪ বছর বয়সে এই দায়িত্ব নিলেন ড. ইউনূস। বাকি তিনজন সদস্য ঢাকার বাইরে থাকায় তারা পরে শপথ নেন। নতুন সরকারে বৈষম্যবিরোধী দুই সমন্বয়ককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের পরিচয় ও দায়িত্ব

ড. মুহাম্মদ ইউনূস, প্রধান উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসাবে ৮ আগস্ট রাতে দায়িত্ব নিয়েছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে ড. ইউনূস ও গ্রামীণ ব্যাংক শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান। তার অধীনে থাকছে ২৭টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ। এর মধ্যে রয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সশস্ত্র বিভাগ।

এছাড়া তিনি প্রতিরক্ষা, শিক্ষা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, খাদ্য, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, ভূমি, বস্ত্র ও পাট, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, রেলপথ, জনপ্রশাসন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন, পানি সম্পদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান, বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবেন।

সালেহউদ্দিন আহমেদ, উপদেষ্টা: নতুন সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতোকত্তর। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ ক্যানাডার হ্যামিল্টন শহরে অবস্থিত ম্যাকমাস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. আসিফ নজরুল, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক। এছাড়া তিনি একজন কথাসাহিত্যিক, রাজনীতি-বিশ্লেষক, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও কলামিস্ট। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পুরোটা সময়জুড়ে শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলেন তিনি।

আদিলুর রহমান খান, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তী সরকারে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকছেন তিনি। একজন মানবাধিকার কর্মী এবং মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একজন আইনজীবী এবং সাবেক ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবেও দায়িত্ব পেয়েছেন।

এ এফ হাসান আরিফ, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। তিনি একজন বাংলাদেশি আইনজীবী, বাংলাদেশের সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এবং ফখরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি, এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মো. তৌহিদ হোসেন, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তী সরকারে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকছে তার হাতে। বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশের সাবেক হাইকমিশনারও ছিলেন তিনি।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, উপদেষ্টা: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা তৈরির স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ জাতীয় পরিবেশ পদক, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার এবং প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ 'পরিবেশের নোবেল'খ্যাত গোল্ডম্যান এনভায়রনমেন্টাল পদক পান তিনি। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ টাইম সাময়িকী তাকে হিরোজ অব এনভায়রনমেন্ট খেতাবে দেয়।

শারমিন মুরশিদ, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তী সরকারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকছেন তিনি। নির্বাচন পর্যবেক্ষক হিসেবে তিনি বাংলাদেশে বেশ পরিচিত। এছাড়া তিনি ব্রতীর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

এম. সাখাওয়াত হোসেন, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তী সরকারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। তিনি সাবেক সামরিক কর্মকর্তা। নির্বাচন কমিশনার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের আগে তিনি এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ) হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ফরিদা আখতার, উপদেষ্টা: অন্তর্বর্তী সরকারে মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি। একজন উন্নয়নকর্মী হিসাবে কৃষির উন্নয়নে কাজ করেছেন। তিনি উবিনীগ (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা) এর নির্বাহী পরিচালক।

বাকি দুই উপদেষ্টা: হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের সাবেক নায়েবে আমীর আ ফ ম খালিদ হাসান ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছে। গ্রামীণ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা পরিচালক নূর জাহান বেগম পেয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব।

নাহিদ ইসলাম, উপদেষ্টা: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক নাহিদ ইসলাম।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, উপদেষ্টা: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন।

বাকি তিন উপদেষ্টা জনাব ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। জনাব সুপ্রদীপ চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন এবং অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার পেয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের দায়িত্ব।

অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে প্রত্যাশা

জনতার প্রত্যাশা: শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ গড়ার যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগাতে সঠিক পদক্ষেপের প্রয়োজন দেখছে সাধারণ মানুষ। ভোটের অধিকার ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিতে হবে এই সরকারকে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের পর থেকে দ্রুত দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশায় সাধারণ মানুষ। তারা বলছেন, দলমতের উর্ধ্বে উঠে সুশাসন ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রতিটি খাতে সংস্কারের দাবি তাদের। নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চাঁদাবাজি রোধে প্রশাসনের উদ্যোগ প্রয়োজন। ছাত্র আন্দোলনে হতাহতের ঘটনায় সুষ্ঠু বিচারসহ প্রশাসনকে ঢেলে সাজানোর তাগিদ দিচ্ছেন অনেকে।

শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা: শিক্ষার্থীরা বলছে, এই সরকার অন্তত দু-তিন বছর মেয়াদে থাকলে ভালো হবে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করবে বলে বিশ্বাস করেন তারা। নতুন শিক্ষাক্রম বাতিলসহ বেশ কিছু প্রত্যাশার কথাও জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি ও শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা চান তারা। আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন বিসিএস ক্যাডার তৈরির আঁতুড়ঘর না হয়ে সৃজনশীল উদ্যোক্তা তৈরি এবং ফ্রিল্যান্সিংয়ের দিকে এগোতে পারে সেজন্য পর্যাপ্ত বাজেট, সুযোগ-সুবিধা ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করবে সরকার-এটিই তাদের প্রত্যাশা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চ্যালেঞ্জ

জনমত বলছে, মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং রাজনীতি ও নির্বাচন ব্যবস্থায় সংস্কার আনার ওপর সবার আগে জোর দিতে হবে দায়িত্ব পাওয়া উপদেষ্টাদের। বিশ্লেষকদের মতে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়সমূহ তুলে ধরা হল;

স্থিতিশীলতা ফেরানো: আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক করতে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। এ মুহূর্তেই এটাকে প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ ধরে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পথচলা শুরু করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনাটাই এখন সবচেয়ে জরুরি । আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে পুলিশের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।মানুষের জীবনধারণের অধিকার, বাকস্বাধীনতার এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সহিংসতা বন্ধ করা অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশে সেনাবাহিনী ও পুলিশকেই জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে যে সেবাগুলোর প্রয়োজন হয়, সেগুলো পেতে যেন বেগ পেতে না হয়। ঘুষ দিতে না হয়।

রাজনৈতিক সংস্কার: রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্র, তৃণমূল থেকে নেতৃত্ব বের করে আনতে হবে, নির্বাচন প্রক্রিয়ায়ও সংস্কার আনতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে আসা শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা বলেছেন, তাদের লক্ষ্য রাষ্ট্রের 'সংস্কার' "বৈষম্যহীন ছাত্র আন্দোলনের নেতারা সমতা এবং সাম্যের কথা বলেছেন।

অর্থনীতির চ্যালেঞ্জ: অধ্যাপক সাব্বির রিজার্ভ কমে যাওয়া, মূল্যস্ফীতি ও অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপ সামলানোর চ্যালেঞ্জও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাম্প্রতিক অস্থিরতায় গার্মেন্টস শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয়

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে অবিলম্বে ৬ এবং দীর্ঘ মেয়াদে ১৩টি করণীয় বিষয় প্রস্তাব করেছে বামপন্থী ও প্রগতিশীল শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ শিক্ষক নেটওয়ার্ক। অবিলম্বে সরকারের করণীয় ৬ প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা; বিভিন্ন উপাসনালয় ও স্থাপনায় হামলা ঠেকানো এবং বিচার করা; জুলাই হত্যাকাণ্ডসহ জনগণের ওপর জুলুমের জন্য দায়ীদের জাতিসংঘের সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে তদন্ত ও বিচার শুরু করা; কোটা আন্দোলনে আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং নিহতের পরিবারকে স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা করা; সাম্প্রতিক সময়ের হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার এবং আটককৃতদের মুক্তি দেওয়া এবং শিল্প-কলকারখানা খুলে দিয়ে সবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘ মেয়াদে সরকারের ১৩ করণীয় প্রস্তাবগুলোর মধ্যে রয়েছে সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিসংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়, জুলাই হত্যাকাণ্ডে নিহত শহীদদের তালিকা, স্মৃতিস্তম্ভসহ নানা বিষয় নিয়ে কমিউনিটি সেন্টার চালু করা; গণমাধ্যমকে সরকারের প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং ডিজিটাল বা সাইবার সিকিউরিটি আইনে গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দেওয়া; পণ্যের বাজারে সিন্ডিকেট বিলুপ্ত করা এবং কৃষি খাতের বাজার ব্যবস্থাপনা পুনরুদ্ধার করা; আমলাতন্ত্র সংশোধন করে জনবান্ধব প্রশাসনিক ব্যবস্থা তৈরি করা এবং জুলাই হত্যাকাণ্ড তদন্তে নিরপেক্ষ ট্রাইব্যুনাল গঠন নিশ্চিত করা; প্রশাসনকে জবাবদিহির আওতায় আনা এবং দলীয় রাজনীতি মুক্ত করা। দেশি-বিদেশি গোপন চুক্তি জনগণের সামনে আনা; বিদ্যমান শিক্ষাক্রম বাতিল করা এবং শিক্ষানীতি নিয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা; সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়নে একটি নতুন টাস্কফোর্স গঠন করা; প্রবাসীদের জীবনমানকে মূল্য দিয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; পাহাড়িদের ভূমি ফিরিয়ে দেওয়া এবং সব অসম প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন করা; জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় বাংলাদেশের শিল্পের বিকাশ নির্ধারণ করা; ব্যাংক থেকে দুর্বৃত্ত চক্র ও নিয়ম ভঙ্গ করে নেওয়া ঋণগ্রহীতাদের আইনের আওতায় আনা; সমৃদ্ধ বাংলাদেশের জনবৈচিত্রের সবার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে মানুষের প্রত্যাশা অনেক। বলা হচ্ছে, এবারের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নাকি দ্বিতীয় স্বাধীনতা। তাহলে প্রথম স্বাধীনতা নিশ্চয়ই একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। প্রথম স্বাধীনতা দেশবাসীর যেসব স্বপ্ন অপূর্ণ রেখেছে, দ্বিতীয় স্বাধীনতা সেগুলো পূর্ণ করবে। সর্বোপরি, দেশে গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার স্থায়ী পথ সৃষ্টি হলেই শিক্ষার্থী-জনতার ব্যাপক ত্যাগ ও মহান বিজয়ের সুফল পাওয়া যাবে। নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে যে উপদেষ্টা পরিষদ বা সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারের সুদক্ষ পরিচালনায় একটি স্বাধীন, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে উঠুক, এই সরকারের হাত ধরে এক নতুন বাংলাদেশের উত্থান ঘটুক।

তথ্যসূত্র: যুগান্তর, ঢাকা ট্রিবিউন, ইত্তেফাক, সমকাল, ঢাকা টুয়েন্টিফোর ডট.কম

ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ

ড. ফাদার মিন্টু লরেন্স পালমা

মণ্ডলীর আইন প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রবর্তিত ও ঘোষিত আইন গ্রন্থের দ্বিতীয় নম্বর পুস্তক 'ঐশজনগণ'-এ ৫৩৬ ক্যানন-এ এই প্রথম ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ-এর উপর বিধান দেওয়া হয়েছে 'যা ধর্মপল্লীর ভক্তসমাজের মধ্যে পরামর্শ দান ও মতামত প্রদানের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও কর্মসাধনের জন্য নতুন এবং স্বতন্ত্র মাধ্যম বা অবয়ব হিসাবে একটা কাঠামোগত বা বৈশিষ্ট্যগত শ্রেণীবিন্যাস দেওয়া হয়েছে'। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, 'ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ' দলিলে বলা হয়েছে, 'ভক্তজনগণের উচিত তাদের যাজকদের সাথে ঘনিষ্ঠ একতায় কাজ করা, তাদের সামর্থ অনুযায়ী মাণ্ডলিক পরিবারের সকল প্রৈরিতিক ও প্রেরণ কাজের অভিযানে সহযোগিতা করা, প্রেরণ কাজসমূহকে বস্তুগত উপায়ে এমনকি ব্যক্তিগত সেবা দ্বারা একান্ত আপন করে নেওয়া' (নং ১০)। পরবর্তীতে বিশপদের পালকীয় কাজের নির্দেশনামা' *Ecclesiae Imago* - তে বলা হয়েছে, বিশপদের বিবেচনা করতে হবে যে অন্যান্য সকল কাজের মধ্যে যেখানে ধর্মপল্লীর জন্য একপ্রকার সর্বোত্তম 'জনগণ, তাদের দেওয়া বিভিন্ন সেবাকর্ম অনুসারে, যেন ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের জন্য যা প্রযোজ্য সেই প্রৈরিতিক সেবাকর্মে দায়িত্ব গ্রহণ করে (*EI* নং ১৭৯)।

এখনো বিভিন্ন বাস্তবতায় ধর্মপল্লীতে খ্রিস্টভক্তগণের মধ্যে এই ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ ও এর কর্মদায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন থাকে। তাছাড়া নতুন নতুন ধর্মপল্লী হওয়ার ফলে সেই ধর্মপল্লীগুলোর জন্য সঠিক এবং স্পষ্ট ধারণা যেন পেতে পারে তার জন্য এই পালকীয় পরিষদের মাণ্ডলিক অর্থ, উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা এবং আইনী কাঠামোগত দিকগুলো এখানে আনা হয়েছে। এর আলোকে স্থানীয় মণ্ডলীতে প্রয়োজন অনুসারে 'ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ'-এর সংবিধান রচনা করা হয়। এখানে এই পালকীয় পরিষদ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে মণ্ডলী কি এবং এর বৈশিষ্ট্য কি তা নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

ক) মণ্ডলী কি

* খ্রিস্ট স্থাপিত এ জগতে একটা দৃশ্যমান প্রতিষ্ঠান;
* এটা শ্রেণীবদ্ধগত প্রশাসনিক অবকাঠামোগত সমাজ;
* এটা একটা স্বাধীন স্বনির্ভর এবং স্বায়ত্তশাসিত সমাজ;
* এটা বিশপের সঙ্গে সাধু পিতরের উত্তরসূরী পোপ মহাদয় দ্বারা পরিচালিত;
* 'খ্রিস্ট স্থাপিত বিশ্বাসী ঐশজনসমাজ'

খ্রিস্টমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য

* খ্রিস্ট হচ্ছে মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ;
* মণ্ডলী পবিত্র আত্মা কর্তৃক পরিচালিত;
* মণ্ডলীর মৌলিক নিয়ম হলো ভালোবাসা;
* মণ্ডলীর উদ্দেশ্য হলো স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা, মানব পবিত্রাণ;

খ) ধর্মপ্রদেশ :

* একটা এলাকার মধ্যে নির্দিষ্ট বিশ্বাসী জনসমষ্টি;
* যাদের পালকীয় যত্নের দায়িত্ব একজন বিশপের উপর ন্যস্ত;
* সেখানে কর্মরত যাজকদের সহায়তায় এই পালকীয় কাজ পরিচালিত;

এর তিনটি মৌলিক শক্তি নিহিত

* পবিত্র আত্মা;
* ঐশবাণী (মঙ্গলসমাচার)
* পবিত্র খ্রিস্টযাগ

গ) বিশপ (ধর্মপাল) :

* প্রেরিত শিষ্যদের উত্তরসূরী;
* মণ্ডলীর পালক, শিক্ষক, যাজক, পরিচালক, প্রশাসক, আইন প্রনয়ণকর্তা;
* স্থানীয় মণ্ডলীর (ধর্মপ্রদেশ) প্রধান;
* তার ক্ষমতা হলো খিস্টের নামে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেন; যা সাধারণ (এটা কারো মধ্য দিয়ে নয়, বরং তার নিজ দায়িত্ব বলে); যথাযথ বা উপযুক্ত (যা তার নিজের নামে করেন) এবং প্রত্যক্ষ বা সরাসরি (যা সরাসরি ও ব্যক্তিগতভাবে করেন)।

ঘ) ধর্মপল্লী :

স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টবিশ্বাসীগণের একটা নির্দিষ্ট এলাকা যার পালকীয় সেবাদান একজন পাল-পুরোহিত এর দায়িত্বে ন্যস্ত। 'ধর্মপল্লী হলো ধর্মপ্রদেশের একটা জীবন্ত কোষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যা বিশ্বাসীভক্তদের সংঘবদ্ধ ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মিলন ও বিশ্বাসে একত্রিত একটা সমাজ (দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, ভক্তজনসাধারণের প্রৈরিতিক কাজ, নং ১০)।

তিনটি উপাদান

* নির্দিষ্ট খ্রিস্ট বিশ্বাসীভক্তমণ্ডলী বা সমাজ;
* নির্দিষ্ট এলাকার বসবাসরত;
* একজন পালকের দায়িত্বে ন্যস্ত;

৪টি বৈশিষ্ট্য

* ধর্মপ্রদেশের সাথে ধর্মপল্লী সংযুক্ত;
* বিশপের সাথে পালকের সম্পর্ক;
* খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের সাথে পালকের ঘনিষ্ট একতায় সম্পর্ক ও কাজ;
* পালকীয় যত্ন;

ঙ) ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত

ধর্মপল্লীর খ্রিস্টবিশ্বাসীদের পালকীয় সেবাযত্ন দানের জন্য ধর্মপ্রদেশের বিশপ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত প্রধান যাজক। যিনি সহকারী যাজক, ডিকন ও নির্দিষ্ট বিশ্বাসীবর্গের সহায়তায় খ্রিস্টভক্তদের সেবা কাজ পরিচালনা করেন।

তিনটি ভূমিকা

* প্রাবক্তিক ভূমিকা (শিক্ষা ও প্রচার কাজ)
* যাজকীয় ভূমিকা (প্রার্থনা, উপাসনা কাজ)
* রাজকীয় ভূমিকা (পরিচালনা, প্রশাসন ও সেবাকাজ কাজ)

চ) ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ

১) ক্যানন ৫৩৬

ক্যানন #১: ধর্মপ্রদেশের যাজক কাউন্সিল-এর সাথে আলোচনা করে, যদি, ধর্মপাল এর প্রয়োজন ও সুবিধাজনক মনে করেন তা হলে, প্রতি ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠা করা হবে। ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এই পালকীয় পরিষদে সভাপতিত্ব করবেন, খ্রিস্টভক্তগণ ধর্মপল্লীতে পালকীয় সেবাযত্নে যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসাবে নিয়োজিত তাদের সাথে একত্রিত হয়ে এই পালকীয় সেবাকর্মে সহায়তা করবেন।

ক্যানন #২: এই পালকীয় পরিষদ শুধুমাত্র পরামর্শমূলক মতামত প্রকাশের (Consultative vote) অধিকার রাখে এবং এই পরিষদ ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল কর্তৃক

নির্ধারিত ও অনুমোদিত নিয়ম (Norms) দ্বারা পরিচালিত হবে।

২) কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ক) বিশপ অবশ্যই ধর্মপ্রদেশের যাজক কাউন্সিল-এর সাথে এ ব্যাপারে মতামত গ্রহণ করবেন;

খ) এরপর তিনি প্রয়োজন বিবেচনা করে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

গ) প্রতিটি ধর্মপল্লীতে তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি বিধিবদ্ধ আইন (Statutes) করে তার অধ্যাদশ দিবেন (ক্যানন ৮ #২);

ঘ) যদিও সার্বজনীন নিয়মে তা Mandatory নয়, তবুও ধর্মপাল তা বাধ্যতামূলক করতে পারেন;

ঙ) ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল কর্তৃক তা অনুমোদিত নিয়ম (Norms) দ্বারা পরিচালিত হবে;

চ) ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এই পালকীয় পরিষদে সভাপতিত্ব করবেন;

ছ) এটা ধর্মপল্লীর পরিষদ নয় এটা "ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদ";

জ) মূল ভুমিকা হলো **'পালকীয়'** পালককে পরামর্শ দান, পালকীয় যত্ন ও সেবা দান করা;

ছ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

'পালকীয় সেবাকাজে পালককে সহায়তা দান' যে কোন কাজই সেটা হবে 'পালকীয়'। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা, ভক্তজনগণের প্রৈরিতিক কাজ নং ১০-এ বলা হয়েছে, 'ভক্তজনসাধারণের উচিত ধর্মপল্লীতে তাদের যাজকদের সাথে ঘনিষ্ঠ একতায় কাজ করা, মাণ্ডলিক সমাজের সামনে নিজেদের সমস্যাবলী এবং মানুষের পরিত্রাণ সম্পর্কিত প্রশ্নসমূহ নিয়ে আসা একত্রে বসে সেগুলো পরীক্ষা করে দেখার এবং সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলো সমাধান করার অভ্যাস গড়ে তোলা, তাদের সামর্থ অনুযায়ী মাণ্ডলিক পরিবারের সকল প্রৈরিতিক ও প্রেরণ কাজের অভিযানে সহযোগিতা করা, প্রেরণ কাজসমূহকে বস্তুগত উপায়ে এমনকি ব্যক্তিগত সেবা দ্বারা একান্ত আপন করে নেবেন (নং ১০)।

জ) পালকীয় পরিষদ কি নয় :

১) পালকীয় পরিষদ কিন্তু ধর্মপল্লীর অন্যান্য সেবামূলক সংঘ বা ধর্মসংঘগুলোর বিকল্প (Substitute), বা সমরূপ (Duplicate) কোন সংগঠন নয়।

২) এটা কোন আইন প্রণয়নকারী দল (Legislative Body) নয়। বিশপ হলো একমাত্র আইনপ্রনেতা।

পাল-পুরোহিত-এর এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাখেন না।

৩) এটা মণ্ডলীর সার্বজনীন বিশ্বাসতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও নৈতিক শিক্ষা স্পর্শ করে না বা আলোচনা করে না।

৪) এটা ধর্মপল্লীর অর্থকরী ব্যবস্থা পরিচালনার বিকল্প পথ (Side-Track) প্রতিষ্ঠান নয়।

৫) এটা ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তের নালিস শুনার ও সমাধানের (Grievance-arising Forum) বা বিচারের কোন Forum নয়।

৬) এটা কোন ব্যক্তির বা দলের নিজস্ব লাভের জন্য কর্তৃত্ব করার কর্মকৌশল (Control Mechanism) হিসেবে কাজ করে না।

৭) এটা খ্রিস্টভক্তদের নির্বাচিত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে (Assembly) নয়। এতে গণতান্ত্রিক প্রত্যাশা পুরণের চিন্তা করা ভুল।

৮) এটা পালকের দায়িত্বের দিকগুলো খ্রিস্টভক্তদের কাছে Transfer করার অবকাঠামো নয়। পালক হলো ধর্মপল্লীর সামগ্রিক কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

ঝ) পালকীয় পরিষদ এর (Scope) উদ্দেশ্য কি ?

খ্রিস্টবিশ্বাসীর যে দীক্ষিত তিনটি ভূমিকা রয়েছে আর পালকীয় পরিষদ এই ভূমিকাগুলো ধর্মপল্লীতে বাস্তবায়িত করা: প্রাবক্তিক (ধর্ম শিক্ষা ও প্রচার ও সাক্ষ্যদান)

যাজকীয় (বিশ্বাস প্রকাশ, প্রার্থনা ও উপাসনা, পবিত্রকরণ)

রাজকীয় (মণ্ডলী পরিচালনায় সহায়তা দান, সেবা কাজ)

পরিষদ এর তিনটি ভূমিকা :

মণ্ডলীর আইনশাস্ত্রে ৫২৮-৫২৯ ক্যাননগুলোতে একজন পালকের পালকীয় কাজের বিস্তারিত দিকগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। আর পালকীয় পরিষদ তার এই কাজে সহায়তাদান করবেন।

* খ্রিস্ট বিশ্বাসী সমাজকে বিশ্বাস, আশা ও ভালোবাসা খ্রিস্টীয় মানদণ্ডে গঠনদান।

* ধর্মপল্লীর উপাসনা, শিক্ষা ও সেবা কাজের দিকগুলো নিয়ে পরিকল্পনা করা, ব্যবস্থা করা, কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা।

* ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ধর্মসংঘ ও অন্যান্য সংঘ- সমিতির পালকীয় কাজগুলোকে আরো উৎসাহিত করা।

* ধর্মপল্লীতে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও মণ্ডলীর নির্দিষ্ট উপাসনা ভিত্তিক Holy days of Obligation গুলো সুন্দর ভাবে উদ্‌যাপনের জন্য পরিকল্পনা করা।

* ধর্মপ্রদেশীয় বিভিন্ন পালকীয় পরিকল্পনা ও নির্দেশনাগুলো ধর্মপল্লী পর্যায়ে সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করা।

* ধর্মপল্লীর অন্যান্য বিষয়গুলো যা পালকীয় কাজের সাথে সম্পৃক্ত এবং পালকীয় কাজকে প্রভাবিত করে সেইগুলো তদারকি করা।

১) ধর্মশিক্ষা (Prophetic/Teaching Ministry)

* ধর্মশিক্ষা (ক্যানন ৯৯৮, ৯৯৬);

* ধর্মশিক্ষার জন্য Program arrange;

* যুবক-যুবতীদের জন্য কাথলিক শিক্ষা ও গঠন;

* খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জন্য গঠন ও প্রশিক্ষণ কোর্স;

* ঐশবাণী প্রচার কাজ Social Communication এর ব্যবস্থায়;

২) উপাসনা ও পবিত্রকরণ কাজকর্ম (Priestly/Sanctifying Ministry) :

* পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনা ও সাক্রামেন্তীয় কাজ;

* বিভিন্ন পর্যায়ে সাক্রামেন্ত গ্রহণের কাজে তদারকি করা ও প্রস্তুতি (ক্যানন ৮৪৩, ৮৫১);

* খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ (ক্যানন ৯১০);

* রোগীদের জন্য সাক্রামেন্ত প্রদান (ক্যানন ৯১১:২);

* বিবাহের জন্য প্রস্তুতি (ক্যানন ১১১২, ১০৬৪);

* মৃতদেহের সৎকার (ক্যানন ১১৬৮);

* পারিবারিক প্রার্থনা জোড়দার;

* সাক্রামেন্তীয় ও অন্যান্য পরিপূরক উপাসনা ব্যবস্থা করা;

* নভেনা, পাঠ ও অন্যান্য মণ্ডলীর বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর জন্য পরিকল্পনা ও সহায়তা দান।

৩) প্রশাসন ও পরিচালনার কাজ (Kingly/ Governing Ministry) :

* ধর্মপল্লীর সেবা কাজগুলোর সক্রিয় ব্যবস্থাপনা করা;

* অসুস্থ, পীড়িত, গরীব-দুঃখী, নির্যাতিতদের জন্য বিশেষ যত্ন;

* পারিবারিক জীবনের যত্ন;

* ধর্মসংঘগুলো এবং অন্যান্য দাতব্য সংস্থাগুলোর কাজে খ্রিস্টভক্তদের অংশগ্রহণ বাড়ানো;

(বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায় পড়ুন...)

সোনার বাংলাদেশ, মা তুমি কাঁদছ কেন?

সিস্টার রেবা ভেরোনিকা ডি'কস্তা আরএনডিএম

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগরের মোহনায় অবস্থিত একটি নদীমাতৃক দেশ। প্রায় আঠার কোটি মানুষের বাস এই ছোট্ট দেশে। এক বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী হলো মুসলমান ৯১.০৪% বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া রয়েছে হিন্দু ৮.১৯%, বৌদ্ধ ০.৬১%, খ্রিস্টান ০.০৪% ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠী। আরো রয়েছে প্রায় ০.১২% কিছু সংখ্যক পাহাড়ী ও আদিবাসী, বিহারী, হরিজন ও রোহিঙ্গা।

অনেকে কায়িক শ্রম করে। এক বিরাট সংখ্যা কৃষিকাজ, পেশাদার ব্যক্তি ও ব্যবসা কাজে জড়িত। স্বভাবত: বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্রিয় দেশ। স্বাধীনতার ৫৩ বছরের মধ্যে দেশটি একটি উন্নয়নের ধারায় এগিয়ে চলছে। কিছুদিন আগে কর্ণফুলীর টানেল দিয়ে ঘুরে এলাম, মনে হলো নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সির টানেল অতিক্রম করছি। বছরখানেক আগে পদ্মাসেতু দিয়ে ঘুরে এলাম টুঙ্গিপাড়া, বরিশাল। দিনে গিয়ে দিনে ফিরলাম। মাস কয়েক পূর্বে দীর্ঘ উড়াল পথে মতিঝিল থেকে সেই টঙ্গী গিয়ে পৌঁছেছি কি মনোরম দৃশ্য দেখে। আবার মেট্রোরেলে ফার্মগেইট থেকে সচিবালয় স্টেশনে পৌঁছলাম মাত্র দশ মিনিটে। অবাক হয়ে ভেবেছি কি চমৎকার উন্নয়ন বাংলাদেশে। মেট্রোরেলে মহিলাদের জন্য একটি কম্পার্টমেন্ট নির্ধারিত আছে। কিন্তু রেল থেকে নামতে গিয়ে কিছু উচ্ছৃঙ্খল পুরুষদের বিশ্রী আচরণে মনে হয়েছিল আমাদের বাঙালি জাতির ভদ্রতা শিখতে আরো অনেক যুগ লেগে যাবে। কারণ তারা শৃঙ্খলাবোধ জানেনা। আগে যাত্রীদের নামতে দিতে হয়, তারপর উঠতে হয়। কিন্তু তারা মহিলাদের নামার আগেই ঠেলাঠেলি করে ট্রেনের ভিতর প্রবেশ করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে দেয়।

ইদানিং হঠাৎ দেশে সংঘর্ষ দেখা দেয়। এখানে সেখানে বোমা ছোড়াছুঁড়ি। বন্দুকের গুলি বর্ষণ সেখানে। তরুণেরা জাগ্রত হয়ে তাদের দাবি জানাতে রাজপথে নেমেছে। অনেক জীবন ধ্বংস হয়েছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেক দাবী মেনে নিয়েও সংলাপের মঞ্চ প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হন এবং দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে দেশ ত্যাগ করেছেন। তরুণেরা তাদের জয় নিয়ে উল্লাস করছে।

আর অন্যদিকে ডাকাতেরা এই গোলমাল আর সংঘর্ষের সুযোগ নিচ্ছে লুটপাট, জ্বালাও পোড়াও ও হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে। অনেক যাত্রী মনোকষ্টে যাতায়াত করছে মেট্রোরেলের সুযোগ থেকে আবার বঞ্চিত হয়ে। যারা ১০-১৪ মিনিটে অতিক্রম করত দীর্ঘ পথ, তারা দীর্ঘ সময় যানবাহনের চাপে বসে থাকছে। একটি বছরও যাতায়াতের এই সুবর্ণ সুযোগ জনগণ ভোগ করতে পারল না। দুষ্কৃতিকারীদল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি ধ্বংস ও অসম্মান করেছে, জ্বালাও, পোড়াও ও ভাংচুর করে তাদের চরম বর্বরতা ও অসভ্যতার পরিচয় দিচ্ছে বিশ্ব দরবারে। তাদের দেশপ্রেম নাই। তাই তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ, জনসম্পদ ধ্বংস করে বাংলাদেশের উন্নয়নকে অনেক বছর পিছিয়ে দিচ্ছে। এখানে এমন অনেকে আছে যারা বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আছে। এই ঘোর সাংঘর্ষিক ড্রামায় কে বা কারা ইন্ধন যোগান দিচ্ছে? দুষ্কৃতিকারীরা ভাবে যে তাদের জনগণের জাতিগতভাবে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে সংঘর্ষই একমাত্র আশ্রয়। সংস্কৃতি, শিল্পকলা, ভাস্কর্য সম্পদের এবং মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা যেন শূন্যের কোঠায়। এত মূল্যবান সম্পদের গুরুত্ব বুঝার ক্ষমতা তাদের নেই, কারণ এর পিছনে চরম হিংস্রতা, হিংসাদ্বেষ কাজ করেছে। "ইতিহাস একটি জাতির শিকড়ের সন্ধান দেয়। আমরা যদি ইতিহাস চর্চা না করি এবং ইতিহাস বিমুখ হই, তাহলে সেটা হবে শিকড়চ্যুত হওয়ারই নামান্তর" *(নেহাল আহমেদ, দৈনিক ইত্তেফাক ২২ মে, ২০২৪)।*

মনোবিবাদ ও ভীতি মানুষের জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।

বাংলার মানুষের উন্নয়নের স্বপ্নে সরকারী প্রশাসন জেনে বা না জেনে বিদেশী ধারায় উন্নয়ন করেছে। উন্নত বিশ্বমানের স্থাপত্য গড়ে উঠছে। বার বার যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। সৈনিকেরা মনে করছে এটা তাদের পবিত্র দায়িত্ব দেশটাকে অক্ষুন্ন রাখা। ইউনিফ্রম ও বন্দুকধারী সেনাদের শহরের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। এই উপস্থিতি দেশের পরিস্থিতির খুব ভাল দিক নির্দেশনা দেয়!

অন্তর্নিহিত কারণ অত্যন্ত বিরাট এবং জটিল। পরিস্থিতির অস্পষ্টতা শুধু মনোবিবাদকে স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে। প্রতিদিনের খবরের কাগজে চোখ বুলালে বুঝা যায়। আরো অদ্ভূত হলো, সে যাই হোক, মনে হয় যে শ্রমশিল্প ও টেকনোলজির শক্তিশালী অভিযানই হলো সভ্যতার দুর্জ্জন। সংলাপের অর্থ, পদ্ধতি, মঞ্চ যেন সন্দেহের ফাঁদে ও খাঁচায় বন্দি। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না, এমনকি বিশ্বাস করতে চাইছে না। জাতীয় এবং কৃষ্টিগত পরিচিতির নতুন সচেতনতার জাগরণ অবশ্যই পুনঃমূল্যায়ন ও পুনঃবিবেচনা করতে হবে। নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জরুরীভাবে প্রয়োজন। বৃহত্তর মঙ্গলের সচেতনতা প্রত্যেক হৃদয়ে শিক্ষার মাধ্যমে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিখতে হবে। কারণ দেশ স্বাধীন হয় একবারই। একই ভুখণ্ড বার বার স্বাধীন করতে হয়। যদি না সেটা পরাশক্তির অধীনে চলে যায়? বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্র ব্যাপক। স্বাধীনতার অনেকগুলো বছর পর তরুণেরা জেগেছে এক নব চেতনায়। বাংলা মাকে তারা গড়বে নিজ হাতে। এর চেয়ে আর কি আশার আলো থাকতে পারে? সময় কথা বলবে।

বৃহৎ কৃষকদল, জেলেরা এবং ব্যবসায়ীরা এবং অন্যান্য পেশাজীবী হাজার জন তাদের মত যারা, সবচেয়ে বেশী কষ্ট পায় এবং যারা সংঘর্ষে না জড়িয়ে একটু শান্তিতে বাস করতে চায়, এর বেশী কিছু চায় না। প্রায়ই শোনা যায় বিশ্ব এখন ছোট গ্রাম। এতে একে অপরকে সমৃদ্ধশালী করা যায় ততটুকুই যতটুকু আমরা উন্মুক্ত থাকি গ্রহণ করার ও দেওয়ার জন্য। তাই প্রয়োজন নিজের কৃষ্টিগত সত্তার বৈশিষ্ট্য জানা এবং স্থানীয় মৌলিক মূল্যবোধ বোঝার যথেষ্ট দক্ষতা রাখা। তখনই জাতির মান মর্যাদা ও সম্পদকে রক্ষণ ও সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে বাঙালি। অন্যথায় জাতীয় ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন ও সম্পদকে হায়েনার মত সমস্তই লণ্ডভণ্ড করতে সদা প্রস্তুত থাকবে বিবেকহীন উন্মাদগোষ্ঠী। দেশের সম্পদ নষ্ট করে কিছু আদায় করা যায়, কিন্তু দেশের

সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বিশ্বে জাতিগত সভ্যতার ভাবমূর্তি অনেকটা প্রায় বিকলাঙ্গ হয়েই দেখা দেয়। সেই ভাবমূর্তি ও আন্তর্জাতিক সম্মান ফিরে পেতে বাঙালিকে অনেক কাঠকয়লা পোড়াতে হবে।

ছাত্রসমাজ উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে লোভ দেখানো ফুসলানোর মত যেন না দেখে। কিন্তু কোন না কোন ভাবে তারা যেন বুঝতে পারে যে তাদের উচ্চাভিলাষের উন্নয়নের এটা ঠিক উত্তর নয়। এই সময় হতে তারা গভীরভাবে ভীতসন্ত্রস্ত। ফলে তারা স্রোতের বিরুদ্ধে যাত্রা করে এবং যাত্রাপথে অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি করে। দেশের কল্যাণে নব জাগরণ আনতে শান্তি বিনষ্টকারী অসাম্যতার মুখোমুখি হয়ে তারা বিভ্রান্ত যে, কিভাবে তাদের স্বপ্ন পূরণ করবে। বিভিন্ন সময়ে যে কালিমা লেপন করা হয়েছে, তারা কোন দ্রুত পথ খুঁজে পাচ্ছে না এই মেঘ সরানোর জন্যে। তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশে তাদের বৈরীভাবের উদয় ও সংযমহীন গতির জন্য তারা ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে জাগ্রত। তাদের ব্যথা দূর হবে তখনই যখন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি ও উগ্রবাদ রয়েছে তা দমন করে অসাম্প্রদায়িক সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

তবুও তাদের চারিদিকে বৃহত্তর সমাজ দাবি করে যেন তারা দ্রুত বিকল্প কিছু নিয়ে আসে। গতি এবং দক্ষতা তাদের জীবনে প্রয়োজনীয় উচ্চ মূল্যবোধ এবং তারা দ্রুত উত্তর দেওয়ার জন্য সক্ষম। অস্পষ্টভাবে তারা অনুভব করে যে সঠিক প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে না। হতবুদ্ধি হয়ে হা করে আছে, টেকনোলজি জোর করে তাদের গিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে এমন অনেকে আছে যারা গিলে এবং নতুন কিছু পেয়ে আনন্দে উন্মাদ হয় এবং উন্মত্তের প্রলাপ বাক্য বলে। অন্যরা আঘাতের দ্বারা বুদ্ধিহারা হয় ও চোখে ধুঁ ধুঁ দেখে। উন্মাদ ও বুদ্ধিহারা উভয় দল বিস্ময়ে ভাবতে শুরু করে তারা কে এবং তারা কি হতে চায়।

এখানে অনেকে আছে যারা থু থু ফেলে এবং বমি করে। মা মাটির কান্না তাদের কানে পৌঁছায় না। তারা যুদ্ধ করে। সংঘর্ষ তাদের রুচি ও বেছে নেওয়া পথ। সংঘর্ষে কত জীবন ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের রক্ত লাল করে সবুজ মাঠ ও পাহাড়কে তারা ভালোবাসে। আর কতকাল বাংলার মাটিতে রক্ত ঝরবে? বাংলার জনগণ কি পারবে না অন্যায় পরিহার করে একটি সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে নিতে? প্রতিদিন আমরা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে থাকি ও ধ্যান করি, "মা, তোর বদনখানি মলিন হলে আমি নয়ন, ওমা, আমি নয়ন জলে ভাসি।। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।" কেন আমরা পারছি না দেশকে ভালোবাসতে? দেশের মাটিকে পরিষ্কার রাখতে? মা মাটির যত্ন নেওয়ার জন্য তরুণদের সাধুবাদ জানাই। শুধু আজ নয়, আগামী দিনগুলোর সংকল্প হোক শুধু সংসদ নয়, গণভবন নয়, সারা বাংলা মায়ের পরিবেশ ও মা মাটির যত্ন নেই যেন বিশ্ব করিগুরু রবীঠাকুরের গান সকলের হৃদয়ে বেজে উঠে, "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক হে ভগবান।।"

এটাই বাংলাদেশের অবস্থা। উল্টোপিঠে রয়েছে বাংলার ঐশ্বর্য, সম্পদ, সৌন্দর্য যা যুগে যুগে বিশ্বকে পাগল করেছে।

এখানে রয়েছে প্রবীণের প্রজ্ঞা ও নবীনের তাজা প্রাণ। এখানে রয়েছে স্বপ্নের নতুন সম্ভাবনা। এটাই মঞ্চ যার উপর নবাগত এবং পুনর্মিলনকারীদের অবশ্যই উঠে আসতে হবে এবং তাদের ভূমিকা রাখতে হবে। তাদের দাগ সবসময় স্পষ্ট নিয়মে বা ভাষায় সুব্যবস্থিত থাকবে না। সম্ভবত তাদের প্রাথমিক অবদান হবে তাদের উপর বিভ্রান্তির এক বিরাট অংশ তুলে নেওয়া। দয়া, সমবেদনা, সামাজিক বন্ধন- এগুলি দিয়ে তাদের কাঁধকে চওড়া এবং মজবুত করতে হবে, তাদের হৃদয়কে প্রসারিত করতে হবে এবং তাদের লক্ষ্যকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। সম্ভবত অন্ধকার এবং গণ্ডগোলময় অনিশ্চয়তার মাঝে, ঈশ্বরের একটি ইঙ্গিত, পৃথকভাবে, বোধহয় উর্ধ্ব থেকে সরবরাহ করা হবে! হে করুণাময়, বাংলার মানুষ যেন এক হয়। স্বার্থপরতা, হিংসা-দ্বেষ ভুলে, সোনার বাংলাকে যেন গড়ে তোলে। বাঙালির প্রাণ শুদ্ধ কর, সত্য কর হে করুণানিধান, বাঙালি যেন রাখে বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মান।। ৯০

(৮ পৃষ্ঠার বাকি অংশ পড়ুন...)

* বৃহত্তর সমাজের সাথে ধর্মপল্লীর মধ্যে সহযোগীতা বৃদ্ধি;

* ন্যায়-শান্তি মানবাধিকার ও মর্যাদা, পরিবেশ রক্ষা প্রভৃতি সমাজ সেবার কাজে ভূমিকা পালন;

ঞ) পালকীয় পরিষদ এর আইনগত যোগ্যতা (Competence) :

* পরিষদ শুধুমাত্র পরামর্শক হিসাবে মতামত (Consultative Vote) প্রদানে যোগ্যতা রাখে;

* এটা State Assembly মত নয় সেখানে Majority Vote এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত আসে। এখানে Parish Priest কে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

* এটা অবশ্যই Rubber Stamp এর মত নয় যে আবার সবকিছুতে "হ্যা" এবং Democratic Assembly নয় যে Popular Vote -এর মাধ্যমে আবার সব কিছু বা সব সমস্যার সমাধান দেওয়া।

* এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো এই নয় যে 'কার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে' মূল হলো 'কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে'। *(চলবে...)*

কলকাতায় চিকিৎসা, পড়ালেখা বা ভ্রমণের কথা ভাবছেন ?

কলকাতায় নিজস্ব ঘরের মত, অল্প ভাড়ায়, নিরিবিলি পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় থাকা ও খাওয়ার সু-ব্যবস্থা :

মাসিক বা দৈনিক হারে রুম ভাড়া দেওয়া হয়।

নিউমার্কেট থেকে মাত্র ১৫ মিনিটের (মেট্রো স্টেশন: মাস্টার দা সূর্য সেন, বাঁশদ্রোণী, আদি গঙ্গা) মেট্রো স্টেশন এর পথ। মেট্রো স্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে মাত্র ২ মিনিটে আমাদের গেস্ট হাউজে আসা যাবে।

ছোট/বড় প্রতিটি AC Room, Fridge, TV, Mineral Water, Kitchen এর ব্যবস্থা।

Bapari House
46, Co-Operative Road, Adi-Gonga (Near Bansdroni Post Office), Kolkata-70

অল্প দুরত্বে-সমস্ত আধুনিক হাসপাতালে চিকিৎসা।

তাহলে আর দেরি না করে এখনি যোগাযোগ করুন:

0091-8777329092 (WhatsApp)

0091-6289558838 (WhatsApp)

বিজ্ঞ/১৮৫/২৪

জয়তু বাংলাদেশ

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ হাসিনার কারণেই আজকের বাংলাদেশের এই চিত্র দেশবাসী আমাদের সবাইকে দেখতে হয়েছে। তাঁর স্বভাবের অন্তর্গত আচরণ, বাচনভঙ্গী, বিচক্ষণতার অভাব, অপরিণাম দৃষ্টিভঙ্গী, অদূরদর্শিতা, একগুয়ে মনোভাব, পরমত অসহিষ্ণুতা এবং অহংকারই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে এই অবধারিত নির্মম পরিণতিতে। নম্রতা তাঁর মাঝে আমরা দেখতে পাইনি। তথাকথিত আওয়ামী স্তাবক দ্বারাই সবসময় তিনি পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতেন। দেশের প্রকৃত চিত্র, জনগণের বার্তা তাঁর কাছে সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ছাত্র-আন্দোলন কখনো ব্যর্থ হয়নি, এই বাস্তবতার প্রমাণ তিনি নিজেও প্রত্যক্ষ করেছেন।

এবারের 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' শুরুতেই, উচিত ছিল তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে একান্তে ব'সে বিষয়টার সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্য সমাধান করা। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদেরও প্রত্যাশা ছিল তাই। কিন্তু, তাঁর পাশে অবস্থানরত কতিপয় 'আওয়ামী নেতা' নামধারীরা তাঁকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার সুযোগ দেননি বা তাঁর 'পরামর্শকরা' তাঁকে পরামর্শও দেননি। উল্টো বিষয়টাকে আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে দিয়ে তাঁরা 'রাজনৈতিক খেলা' দেখতে চেয়েছিলেন। যার পরিণতিতে এতোগুলো মানুষকে বেঘোরে প্রাণ বিসর্জন দিতে হল! দেশের বিপুল সম্পদ, স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার ক্ষতি, ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্থবিরতা, এবং খেটে খাওয়া মানুষের অশেষ ভোগান্তি এবং তাঁর শাসনকাল জুড়ে অভূতপূর্ব অর্থ-পাচার, দূর্নীতি, দ্রব্যমুল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি, লুটপাট, সিন্ডিকেটের স্বেচ্ছাচার, ডলারের দুস্প্রাপ্যতা, বঙ্গবন্ধুর নাম যথেচ্ছ ব্যবহার করা ইত্যাদি শেখ হাসিনা সম্পর্কে মানুষকে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে। এমনকি আওয়ামী লীগের অন্ধ-ভক্তও চরম বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের মাঝে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগকে দেখতে পাননি।

সাম্প্রতিক কালে চলমান 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের' সময় কতিপয় অতি উৎসাহীদের হাতে বিটিভি ভবন, মেট্রোরেল সহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয়, সরকারী স্থাপনা এবং সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত যানমাল, সম্পত্তি ভাংচুর ও ক্ষতিসাধন, মানুষ হত্যা, সরকারীভাবে পুলিশকে দিয়ে যে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে, তা জনগণ প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সমর্থনযোগ্য নয়।

শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের যে অভূতপূর্ব অবকাঠামোগত এবং বৈষয়িক উন্নয়ন হয়েছে, দেশের মানুষের কাছে এখন তা গৌণ হয়ে গেছে! বিষয়টা 'এক গামলা দুধের মধ্যে এক ফোঁটা গো-চনার' মতই। এজন্য এ দেশের মানুষের আক্ষেপ এবং মনোবেদনা কোনদিনই তিরোহিত হবে না! শেখ হাসিনার কারণে সাধারণ মানুষ যে দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন, তার দাগ সহসা মুছে যাবে না। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশের চিত্র এ দেশের মানুষ, ভবিষ্যতে আর দেখতে চান না। আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম উনিশ শত একাত্তরের ভয়াবহতা দেখেনি। কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছে দুই হাজার চব্বিশের চিত্র! মানুষের দুর্দশা এবং দেশে চলমান তাবৎ অনিয়মে অতিষ্ঠ হয়েই দেশের কল্যাণে স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে নেমে এসেছে রাজপথে। জাতিকে এবং গোটা বিশ্ববাসীকে তারা তাদের 'ক্যারিশমা' দেখিয়েছে! ফলশ্রুতিতে তারা মানুষের স্বীকৃতিতে এবং প্রশংসায় আপ্লুত হয়েছে। 'বৈষম্যবিরোধী' এই ছাত্র আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জনকারী অদম্য আবু সাঈদ সহ জীবন বিসর্জনকারী অন্যান্য সবাইকে দেশের এবং বহির্বিশ্বের মানুষ শহীদি মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সকলের কাছে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়েই থাকবেন। জাতি তাঁদের বীরত্বগাঁথা কৃতজ্ঞতার এবং শ্রদ্ধার সাথেই স্মরণ করবে।

আজকের বাংলাদেশ যা আমরা এখন দেখছি, দেশবাসী সকলের অকুণ্ঠ সমর্থনে এবং ঐকান্তিক সহযোগিতায় নিশ্চয় অতি শীঘ্রই তার একটি ভিন্ন চিত্র দেখতে পাবো। পিছনের যত জঞ্জাল, অপূর্ণতা ধুয়ে মুছে একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সকলেই আমরা শরীক হতে পারবো। দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বর্ণ, ধর্ম (সংখ্যালঘু হিসেবে নয়) নির্বিশেষে সকলেই প্রশান্তি নিয়ে এগিয়ে আসবেন দেশগড়ার যজ্ঞে। সকলের প্রত্যাশা, এ সময় আমরা সকলেই চূড়ান্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন করবো। রাজনৈতিক বিদ্বেষ নয়। নয় কোন হানাহানি। নয় ধর্মীয় উন্মাদনা। দেশের পরিস্থিতিকে শান্তিপূর্ণ রাখতে সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করবো। দেশে স্থিতিশীল রাজনৈতিক আবহ বজায় রাখতে ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসবো। এই সোনার বাংলাদেশ আমাদের সকলের।

আমাদের প্রিয় বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অন্তরে ধারণ ক'রে দেশের চারটি মূলনীতি, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত এবং দেশের সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রেখেই এগিয়ে যাবো আমরা সকলে। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু, ভাষা শহীদ, মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী তিরিশ লাখ শহীদ, চার লাখ বীরঙ্গনাদের, যুদ্ধাহত এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, জাতীয় নেতাদের অবদান নির্বিবাদে স্বীকার ক'রে তাঁদের যথোপযুক্ত প্রাপ্য সম্মান দেখাতে কার্পণ্য করবো না। একটি শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে একযোগে দেশবাসী সকলেই আত্মনিয়োগ করবো।

সত্যি, আমাদের একটি বাংলাদেশ জাগ্রত জনতার! সারা বিশ্বের বিস্ময় আমাদের সকলের অহংকার!

এ সময় বুক উঁচিয়ে বলতে চাই, সাবাশ বাংলাদেশ, এ পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়!

জয়তু বাংলাদেশ!

বেঁচে থাকার কি অর্থ থাকতে পারে

উদাস পথিক

মূক-বধির, দেশ-প্রেমিক, পথিক আমি
এই বাংলার ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে
চারিদিকে ধ্বংস, হত্যা, চুরি, ডাকাতি,
স্থাপত্য-মূর্তি, গণভবন, থানা দখল-
ধ্বংস ও ভাঙ্গনের নির্বাক সাক্ষী হয়ে
কেঁদে মরি নিরিবিলি নিভৃত্যে।
উত্তাল জনসমুদ্রের কাছে অসহায় আমি
সত্তার গভীরে ক্ষত হয়ে গেছে আমার
নির্বাক, বোবা-বধির নাগরিক হয়ে
বেঁচে থাকার কি অর্থ থাকতে পারে আমার?

এক মহিয়সী নারী সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএসআরএ

১৮৯৪ খ্রিস্টবর্ষটি হলো একটি আশীর্বাদিত বৎসর। এই বছরেই ২৬ অক্টোবর আমেরিকার ধন্য ইন্ডিয়ানা সাউথ বেন্ড শহরে প্রভাবশালী এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন জে. গেহরিং ও মেরী কোলমার কোল আলো করে ক্ষণজন্মা বার্নাডেট নামের এক উজ্জ্বল তারকা, এক মহিয়সী নারী জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি পরবর্তিতে সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি নামধারন করেন এবং হয়ে উঠেন এসএমআরএ সংঘের সহ প্রতিষ্ঠাত্রী। বাবা মায়ের একমাত্র আদরের কন্যা সাতাশ বছর বাবা মায়ের সাথে স্বদেশ ভূমিতে কাটান। স্নেহময়ী জনক জননী পারিবারিক খ্রিস্টীয় পরিবেশে স্নেহ মমতার নিবিড় আবেষ্টনে কন্যাটির শৈল্পিক কারুকার্য মনের বিকাশ সাধনে যত্নবান ছিলেন।

১৯১২ খ্রিস্টবর্ষে ডিগ্রী লাভের পর ১ম বিশ্ব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন জনক জননীর তত্ত্বাবধান ও সাহচর্যে থেকে। এ সময় তিনি জন্মদাতা জন্মদাত্রীর উদার, একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সেবায় নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ পথের পাথেয় সঞ্চয় করেন। অতঃপর হলিক্রস সন্ন্যাসব্রতী হওয়ার মানসে ১৯২০ খ্রিস্টবর্ষের ৩ জানুয়ারি হলিক্রস নব্যালয়ে প্রবেশ করেন। নব্যালয়ে যিশুর উত্তম ভার্যা হওয়ার প্রত্যাশায় গঠন প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি নাম ধারণ করে ১৯২২ খ্রি: ১ম ব্রত এবং ১৯২৫ খ্রিস্টবর্ষের ১৫ আগস্ট আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। নব্যালয়ে থাকাকালে এবং সাময়িক ব্রতকালীন সময়ে বঙ্গদেশে প্রেরণকর্মী হওয়ার জন্যে সর্বপ্রকার গঠন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি অসাধারণ গুণের অধিকারী। তাঁর গুণের কথা বলে শেষ করা যাবে না। "আমি তাঁরে দেখেনি শুধু শুনেছি যে তিনি" ছিলেন-

(১) অধ্যাত্ম সাধক ব্রতধারিণী: তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ছিল পবিত্র, নির্ভেজাল ও নিখুঁত। তিনি পবিত্র আত্মার সৃষ্টিক্ষমতা, আপন পরিকল্পনা ও বুদ্ধি শক্তিকে সম্বল করে অধ্যাত্মিক সাধনায় ব্রতী হন এবং অসাধ্য কাজ সাধন করেন এবং সুরভিত অর্ঘ্যের ন্যায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। প্রার্থনায় খ্রিস্টবরের সাথে একাত্ম থেকে জীবন যাপন করেছেন এবং শূন্যতা থেকে সৃষ্টি করেছেন, বৃহৎ একটি দেশীয় সংঘের গোড়াপত্তনে ও বৃদ্ধিলাভে নিঃস্বার্থভাবে নিজ জীবন ব্যয় করেছেন।

(২) আত্মত্যাগী, স্বার্থত্যাগী সিস্টার: বাবা মায়ের একমাত্র আদরের ঘরের দুলালী বিলাসবহুল আরাম আয়েসের জীবন ত্যাগ করে বেছে নিয়েছেন ত্যাগময় ব্রতীয় জীবন। নিজ দেশ, আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে বিদেশ ভূঁইয়ে, অজানা অচেনা দরিদ্র, ক্ষুধা পীড়িত বঙ্গদেশে গমন করেন প্রেরণকর্মী হয়ে। একবার যে দেশ, যে আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে বঙ্গদেশে এসেছেন, আর পিছন ফিরে তাকাননি। মিশনারী প্রেরণকর্মীদের স্বদেশে আত্মীয় পরিজনদের কাছে ছুটি কাটানোর সুযোগ থাকলেও সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি একবার যে বাংলাদেশে এসেছেন আর নিজ দেশে যাননি। তাঁর নিরলস কর্মযজ্ঞ, তার দায়িত্বজ্ঞান তা থেকে তাকে বিরত রেখেছেন। তিনি শুধু দিয়ে গিয়েছেন, নিজের জন্য কিছু নেবার কোন স্পৃহা তার বিন্দুমাত্র ছিল না। এমন আত্মত্যাগী, স্বার্থত্যাগী প্রেরণকর্মী পৃথিবীতে বিরল।

(৩) কঠোর পরিশ্রমী: সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী। অধ্যাত্ম সাধনায়, ধ্যানে জ্ঞানে যিনি ছিলেন নিঃস্বার্থ সেবিকা, তিনি শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে একনিষ্ঠ দৃষ্টান্ত। এমন কোন কাজ নেই যা তিনি নব্যা, প্রার্থী ও নবীনা ভগ্নিদের সাথে করেননি। শুধু দিনের বেলায় নয় গভীর রাত জেগে কাজ করে তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। রাত জেগে জেগে নবীনা ভগ্নিদের জন্য আধ্যাত্মিক পাঠের বিষয় এবং প্রশিক্ষণরতা সিস্টারদের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয় ইংরেজী থেকে বাংলা করেছেন। এভাবে কখন যে তার জীবন প্রদীপের তেল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তা তিনি টের পাননি। মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সেই তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল।

(৪) উত্তম গঠনদাত্রী: আদর্শ নব্যা পরিচালিকা হিসাবে মাতৃযত্নে নব্যাদের গঠন দিয়েছেন। নব্যাদের খ্রিস্টের উত্তম ভার্যারুপে গড়ে তোলার কাজে তিনি অনন্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাইতো প্রথম দিকের সিস্টারদের জীবন যাপন ছিল আদর্শের, ত্যাগময়, প্রার্থনাশীল, কঠোর পরিশ্রমী। অকৃত্রিম স্নেহ মায়া মমতার উষ্ণ পরশে তিনি নব্যা প্রার্থী ও নবীনা সিস্টারদের ভালোবেসেছেন। নব্যালয়ের বৃদ্ধি ও প্রেরণকাজের প্রসারতারই তাঁর জীবনের কুসুমশয্যা।

(৫) পরিনামদর্শী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন: সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি ছিলেন পরিনামদর্শী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি আনন্দময়ী, মৃদু স্বভাবের ও হাস্যময়ী। সিস্টারদের জীবন যেন সুন্দর ও পবিত্র হয় সেজন্যে তিনি নব্যাদের অন্তর গভীরে প্রবেশ করে নব্যাদের ব্রতের জন্য প্রস্তুত করেছেন। তিনি আজ স্বর্গ থেকে নিশ্চয় তার রোপিত বীজ থেকে উৎপন্ন গাছটির বৃদ্ধি, বিস্তার, প্রসারতা ও ফসল দেখে আনন্দ পাচ্ছেন।

(৬) নম্রতা: সিস্টার মারী ভিয়ান্নী সিএসসি এর দৃষ্টিতে সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি ছিলেন নম্র ও মৃদু স্বভাবের। নব্যাদের গঠন কাজে তিনি সব সময় ফাদারদের এবং সহ ভগ্নিদের সহায়তা নিয়েছেন। অনুবাদের কাজের জন্য একজন অন্ধ পন্ডিতের সহায়তা নিতে কুণ্ঠিত হননি।

(৭) সংস্কৃতিমনা: সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি ছিলেন সংস্কৃতিমনা। তিনি অনেক সাংস্কৃতিক কাজের মাধ্যমে অন্যদের আনন্দ দিতেন। তিনি গান রচনা করে নব্যাদের শিখাতেন। সিস্টারের ব্যবহৃত অর্গানটি এখনো মাতৃগৃহ , তুমিলিয়ায় সংরক্ষিত আছে। কৌতুক করে তিনি সিস্টার ও অন্যদের আনন্দ দিতেন। তিনি ভালো অভিনয় করতে পারতেন। "মারীয়ার জয়" নামক নাটিকাটি সিস্টারের রচিত নাটিকা, এটি করে তিনি অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

(৮) সাহসী: সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী। মাত্র এগার বৎসরের ব্রতীয় জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভিন্ন দেশে, ভিন্ন কৃষ্টির মেয়েদের নিয়ে একটি সংঘ গড়ে তোলা কম সাহসের কাজ নয়। সাহস নিয়ে নবীনা ভগ্নিদের সামান্য শিক্ষাকে সম্বল করে নার্সিং সেবা ও শিক্ষা সেবার কাজ শুরু করেছেন।

(৯) নিঃস্বার্থ ও উদার: সিস্টার নিঃস্বার্থভাবে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন নতুন সংঘের ভগ্নিদের গঠন ও শিক্ষাদানের কাজে। উত্তম ব্রতধারিণী হওয়ার জন্য উদারভাবে সব কিছু শিখিয়েছেন, কোন কৃপনতা করেননি।

(১০) আনন্দময়ী ও কৌতুকপ্রিয়: নবীনা সিস্টারদের মধ্য থেকে ভয় ভীতি দূর করে আনন্দ দেওয়ার জন্যে কৌতুক করতেন। নির্মল চিত্ত-বিনোদন সিস্টারদের বিভিন্নভাবে আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। সৌখিন

কারুকার্য সজ্জিত এক বাক্স তিনি আমেরিকায় হলিক্রস সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার আন্তোয়াইন সিএসসি এর কাছে প্রেরণ করেন, যাতে ছিল কুলিদের ঘাড়ে চড়ে পাল্কীতে করে পর্দানশীল মহিলারা যাচ্ছে, একজোড়া খরমও ছিল যা হাস্যরসের খোরাক যুগিয়েছে। কাপড় দিয়ে নবীন সিস্টারদের প্রতিকৃতি তৈরী করে নতুন পোষাকে সজ্জিত করে পুতুলও হাস্যালাপ ও রসিকতার উপাদান ছিল। বড়দিনে সান্তাক্লজ সাজিয়ে সিস্টারদের আনন্দ দিতেন।

(১১) সিস্টারের অর্থনৈতিক কার্যক্রম: সংঘের গোড়াপত্তনের সময় অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর্থিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য সিস্টারদের আগ্রহ ও ঝোঁক অনুযায়ী শিল্পকর্ম, বাগান করা, মুখরোচক খাদ্য তৈরী, সূঁচিকর্ম, মোমবাতি তৈরী, সেলাই করা ইত্যাদির মাধ্যমে একদিকে অর্থ উর্পাজন করতেন, অন্যদিকে উপকারী বন্ধুদের সন্তুষ্টি বিধান করতেন।

(১২) সৃজনশীল: সহ স্থাপনকর্ত্রী মা ছিলেন অত্যন্ত সৃজনশীল। শিল্পকর্মের বৈচিত্র্যতা তার সৃজনশীল মনের প্রকাশ। কাপড় দিয়ে নবীন সিস্টারদের প্রতিকৃতি তৈরী করে নতুন পোষাকে সজ্জিত পুতুলও তার সৃজনশীলতার পরিচয় বহন করে।

সিস্টার মেরী রোজ বার্নাড সিএসসি ছিলেন সর্ব গুণে গুণান্বিতা। মাত্র পাঁচ বৎসরে অসাধ্য সাধন করেছেন। পাঁচ বছর অতুলনীয় পরিশ্রম করে সন্তানতুল্য এসএসআরএ সংঘের সহ-প্রতিষ্ঠাত্রী রুপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অত্যধিক মানসিক চিন্তা, কেরোসিনের আলোয় বিনিদ্র রজনী যাপন, অর্ধাহারে থাকা, নার্সিং সেবা দেওয়া, স্কুলে শিক্ষা দেওয়া, বাগান করা, সেলাই করা, মুখরোচক খাদ্য তৈরী করা, মোমবাতি বানানো আরও নানা ধরনের কাজে দক্ষ ছিলেন তিনি। নবীনা সিস্টারদের কলকাতা ও রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠিয়ে শান্ত মনে বসে থাকেননি, বরং নিয়মিত চিঠিপত্রের মাধ্যমে সান্তনা দিয়েছেন, যোগাযোগ রেখেছেন। সিস্টারের সহমর্মিতার উর্বর মাতৃত্বই ছিল ধর্মসংঘের নবীনা সিস্টারদের আশ্রয়স্থল। সর্বগুণে গুণান্বিতা সিস্টার রোজ বার্নাড সর্বদাই সিস্টারদের পাশে থাকতেন। অর্গানে গান পরিবেশন, মৃতদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা তার নিজস্ব ভক্তির প্রমাণ। প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় কবরস্থানে গিয়ে প্রার্থনা, নিকটবর্তী মিশনে পবিত্র সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রায় যোগদান, বেদী সাজানো, দেশীয় শিল্প ও শিল্পীর সমাদর সিস্টারের নিজস্ব গুণ।

অত্যধিক পরিশ্রম, বিনিদ্র রাত্রি যাপন ও ক্লান্তিকর চিন্তায় ক্ষণজন্মা মহিয়সী সিস্টার রোজ বার্নাড সিএসসি-র মস্তিষ্কের সূক্ষাতিসুক্ষ শিরায় রক্তক্ষরণ ঘটতে থাকে। কয়েকজন নবীনা ভগ্নির সাথে ১৫ জুন ১৯৩৮ খ্রিস্টবর্ষে নিত্যকার ভক্তি অর্ঘ্যরুপ আত্মিক পাঠ চলাকালে হঠাৎ তিনি মূর্চ্ছা যান। অন্তিম নৈবেদ্যের সুরভীযুক্ত নিপুণ, নিখুঁত, সমৃদ্ধশালী ও ঐশ্বর্যময় প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি এসএসআরএ সংঘের সহ প্রতিষ্ঠাত্রীর রচিত মহাযাত্রার সম্বল। সিস্টারের অর্ঘ্যডালি পরিপূর্ণ হলে ১৬ আগস্ট ১৯৩৮ খ্রিস্টবর্ষে ফাদার মার্কস সিএসসি, সিস্টার মেরী রোজলিন এসএসআরএ এবং ফাদার রোয়ারম্যানের সিএসসি-র উপস্থিতিতে অনন্ত শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করেন। সিস্টার রোজ বার্নাড সিএসসি অজেয়, অমর। এসএসআরএ সংঘের প্রতিজন সিস্টারের হৃদয়পদ্মে তিনি চির বিরাজিত। মহিয়সী সিস্টার রোজ বার্নাড সিএসসি তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে তুমিলিয়ায় মিশন কবরস্থানে শায়িত আছেন, যেখানে তার সন্তানতুল্য ভগিনীরা রয়েছেন।

কৃতজ্ঞতায়: প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘের ইতিহাস পুস্তিকা

চিঠি যেভাবে টেক্সট হয়ে গেল !

অন্যয় খ্রীষ্টফার কস্তা

চিঠির মূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জায়গায় লিখেছেন, পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীর একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা আনন্দ লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরও একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। সেই প্রাচীন যুগ থেকেই চিঠি মানুষের নানামুখি অভিব্যক্তি। যেভাবে আদান প্রদান করতে পেরেছি অন্য কোনো মাধ্যমে তা পারিনি। একটি চিঠির জন্য কী ব্যাকুলতা, কী তৃষ্ণা! প্রিয়জনের কাছে চিঠি পাঠিয়ে যতক্ষণ না উত্তর মিলছে, ততক্ষণ যেন মনের মেঘ কাটছেই না! রাজা লিখছেন রাজাকে, কবি লিখেছেন কবিকে, প্রেমিক লিখছেন প্রেমিককে, সন্তান লিখেছেন পিতাকে, চিঠি ছাড়া যেন কোথাও ভাষার কোনো মুখরতা নেই। নেই প্রাণের স্পন্দন চিঠির ভাষা ভাবগম্ভীর হয়েও কতটা সাবলীল ও মিষ্টি হতে পারে চিঠি না পড়রে তা বোঝার উপায় নেই।

যে চিঠি মানবসভ্যতার মঙ্গলদূত হিসেবে চিহ্নিত, যে চিঠি চিন্তাচর্চার জিয়নকাঠি হিসেবে বিবেচিত, সেই চিঠিই এখন আর কাউকেই লিখতে দেখা যায় না। ডাকপিয়নের ডাক আর শোনা যায় না পথে পথে। পোষ্ট অফিসের সেই চিঠির বাক্সগুলোও এখন আর দেখা যায় না।

প্রযুক্তির অভাবনীয় পালাবদলের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে চিঠি একরকম 'নাই' হয়ে গেছে। ই-মেইল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের খুদে বার্তার ভেতর তলিয়ে গেছে চিঠির আবেদন। ছোট ছোট বাক্য, কাট ছাটকৃত শব্দ বিন্যস্ত এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভাষা বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছে 'টেক্সস্পিক'। কারও সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন চট করেই বাংলা ইংরেজী মিলিয়ে ইনবক্সের পাঠানো যায় ঃ হাই ব্রো what up? কিংবা ইংরেজীতে how r u? চিঠি যুগ শেষে যে টেক্সস্পিক এসেছে, তা সম্পর্কে নতুন ধরনের এক ভাষা জন্ম দিয়েছে। এই ভাষা প্রচলিত ব্যাকরণ মানে না, এর নেই কোনো রীতি। শব্দকে যেভাবে খুশি সেভাবে গড়ে পিঠে নেওয়া যায় এখানে। যেমন- Are you okay? এই বাক্যকে টেক্সস্পিকের ভাষায় লেখা হয়, R, U OK ? আবার Oh my god! বাক্যটিকে সংক্ষেপে লেখা হয় O M G ! এর মধেই টেক্সস্পিকে সাহিত্যও জায়গা করে নিয়েছে। এক কালে যেমন পত্র উপন্যাস চল ছিল, দিনবদলের পালায় এখন মানুষের হোয়টস্ অ্যাপ ও ফেসবুক মেসেঞ্জার কথোপকথনও ঠাঁই নিচ্ছে গল্প, উপন্যাস ও সাহিত্যে।

প্রযুক্তি এ পর্যায়ে এসে মানুষের জীবনধারা আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বইয়ের পাতা উল্টানো আঙ্গুল গুলো এখন স্মার্টফোনের রুপালি পর্দায় অবিরাম স্ক্রলিংয় ব্যতিব্যস্ত। এ সময় বাস্তবতায় পড়াশোনা হয়ে গেছে দেখাশোনা, লেখালেখি হয়ে গেছে দেখাদেখি, ভাবনা হয়ে উঠেছে দূরভাবনা! মোটকথা মানুষের মন ও মগজদুটিই নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে নতুন নতুন ডিভাইস। ফলে চিঠি পত্র, সাহিত্য যা–ই বলা হোক না কেন, সবই পরাভবের মুখে পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "লাঠি তোমার দিন গিয়েছে"। হ্যাঁ, লাঠির দিন তো বহুকাল আগেই গিয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অগ্রগতির সঙ্গে আরও অনেক কিছুরই দিন হয়তো চলে গিয়েছে। চিঠি এখন হয়ে উঠেছে "টেক্রট"। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ধার করেই বলা যায়, চিঠি তোমারও দিন গিয়েছে।

গত সংখ্যার বাকি অংশ

হারিয়ে যাওয়া খ্রিস্টীয়ান জনপদ পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ড. ইসিদোর গমেজ

বকচর গীর্জা ও গ্রাম: বকচর গ্রামে কোন খ্রিস্টান বসতি নেই। গীর্জা ও স্কুল ছিল। আবাসিক ফাদারও ছিলেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সে স্থান পরিত্যাগ করে তুইতাল গীর্জার বর্তমান স্থানে চলে আসে। তবে বকচর গীর্জার সেই ভিটা আজও সগৌরবে অবস্থান করছে। গীর্জা ও সংলগ্ন জমি হাসনাবাদ মিশনের নামে রেকর্ডকৃত। আমার লেখা, "বকচর থেকে তুইতাল" শিরোনামে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী প্রকাশিত হয়েছে (সংখ্যা: ০৫, ৬-১২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ)। বকচর গ্রামে কখনও খ্রিস্টান বাড়ি ছিল কি না জানা যায় নি। তবে সেখানে মুসলিম ও মুনি-ঋষি পাড়া আছে। নতুন তুইতাল গ্রামের খালের পশ্চিম পাড়ে (প্রকৃতপক্ষে বিপ্রতাশুল্যা) বেশ কয়েকটি কাথলিক বাড়ী ছিল। যেমন, চুইনাবাদার বাড়ি, কাঙ্গিলার বাড়ি, কান্টার বাড়ি, গাছফল (গ্যাসপার?) বাড়ি, ফকির বাড়ি (মধুর বাড়ি, পোদ্দার বাড়ি। একেকটি বাড়িতে একসময় দুই থেকে পাঁচটি পরিবার ছিল। এই গ্রামটি হয়তো অচিরেই খ্রিস্টানশূণ্য হয়ে যেতে পারে। বান্দুরা হলিক্রস হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক হাসনাবাদের জর্জ রোজারিও, হাসনাবাদ সেন্ট ইউফ্রেইজি স্কুলের শিক্ষিকা নয়নশ্রীর পলিন গমেজ, ছোট গোল্লা বাড়ি করেছে পোদ্দার বাড়ির পল-বেঞ্জামিন ভাইয়েরা। তাদের বাপ দাদার বাড়ি ছিল বকচর গীর্জা থেকে ৮/১০ মিনিটের পথ বিপ্রতাশুল্যা মৌজায়। গত পঞ্চাশ/ষাট বছরে এই পাড়ার খ্রিস্টভক্তের সংখ্যা ৭৫-৮০% কমে গেছে।

আমার এই প্রবন্ধে ঢাকা আর্চডায়োসিসের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার কথা বিধৃত করার চেষ্টা করেছি। ভাওয়াল, নরসিংদি, কিশোরগঞ্জ এলাকার হারিয়ে যাওয়া খ্রিস্টীয় জনপদের উল্লেখ করিনি। কারণ ভাওয়াল, তথা নাগরী, তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া মিশনের খুব কমই খ্রিস্টীয় জনপদ হারিয়ে বা বিলীন হয়েছে। বরং অনেক নতুন নতুন খ্রিস্টান বসতি গড়ে উঠছে। কাথলিক জনসংখ্যাও আনুপাতিক হারে বাড়ছে। দূরবর্তী স্থান নরসিংদি বা হোসেনপুর (মসিমপুর) সম্পর্কে আমার কাছে কোন জোরালো তথ্য নেই। তবে ধারনা করা হয় নাগরী মিশনের উত্তর পশ্চিমে কয়েকটি গ্রামে খ্রিস্টান বসতি ছিল।

এখনও আঠারগ্রামের মানুষের মুখে মুখে কতগুলো গ্রামের নাম শোনা যায়। যেমন- শোল্লা-সিংগরা, কৈলাইল, আমিরাবাদ। যেখানে এখন খ্রিস্টানের চিহ্ন নাই। কিন্তু সেসব গ্রাম থেকে চলে আসা বেশকিছু পরিবারে তাদের আদি নিবাসের কথা বলতে শোনা যায়। ইকরাশী গ্রামের আমরাবাজ বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠরা বলতেন তারা নবাবগঞ্জ থানার শোল্লা সিংগরা, আমরাবাদ এলাকা থেকে ইকরাশী এসেছে বলেই তাদের বাড়ির নাম হয়েছে আমরাবাজ বাড়ি। ষাট/সত্তর দশকে শোল্লা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মরহুম মাহবুবুর রহমান খান (তাঁরা মিয়া) আমার অতি পরিচিত ছিলেন। তার সাথে শোল্লা এলাকায় আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক গল্প করেছি। তাদের অনেক জমি জমা। তিনি বলেছেন, তাদের শোল্লা, সিংগরা ও কৈলাইল বিলের পৈত্রিক জমির দলিল-পত্রে খ্রিস্টান মালিকের নাম আছে। তাই সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, ওখানেও খ্রিস্টীয় জনপদ ছিল, যা হারিয়ে গেছে।

এবার বিশেষ একটি তথ্য উপস্থাপন করছি। পদ্মার করাল গ্রাসে তিনপুরুষ সময়কালে পাঁচবার বাস্তুচ্যুত হয়ে নাগেরকান্দা-ইকরাশী সংলগ্ন পালামগঞ্জে স্থায়ী হওয়া জনৈক মিহির কুমার দে রায়-এর সৌজন্যে কিছু মূল্যবান নথির কপি আমার সংগ্রহে আছে। মিহির বাবুর বয়স এখন নব্বই/বিরানব্বই। তার পিতা পিতামহ জমিদারের নায়েব ছিলেন, প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা তুলতেন। বাংলা ১৩৫৫ সনের (১৯৪৭/৪৮ খ্রিস্টাব্দ) খাজনা তোলার খাতার পৃষ্ঠা থেকে পাওয়া কতগুলো খ্রিস্টান মালিকের নাম উল্লেখ করছি। এতে বর্তমান প্রজন্মের কেউ হয়তো তাদের শিকড়ের সন্ধান পেতে পারেন। তালিকাটি এরকমঃ

১. বিঃ পরান পরামানিক গোমেজ, মঃ আলীচান ডাওরী পরামানিক গোমেজ, ২. বিঃ বেনী পরামানিক মঃ আলী চাঁন্দ ডাউরী গোমেজ, ৩. বিঃ কালা চাঁন্দ গোমেজ, মঃ আলী চাঁন্দ ডাওরী গোমেজ, ৪. বিঃ আঃ হাকিম তালুকদার, পিঃ মৃত আইজদ্দি তালুকদার; শ্রীমতী হাকিমন্নেছা বিবি পিঃ মৃত আইজদ্দি তালুকদার; মঃ গোলাপ গোমেজ, ৫. বিঃ জানী গোমেজ, মঃ চালী গোমেজ, ৬. বিঃ দুঃখী গোমেজ, জংঃ মৃত ছাবু মিস্তরী; ৭. বিঃ ধনাই গোমেজ ও সাধু গোমেজ; ৮. বিঃ শুকলাল গোমেজ, পিঃ মৃত চাঁন্দা গোমেজ সীকদার, মঃ বাগু কস্তা; ৯.বিঃ আন্তনী কস্তা, পিঃ মৃত বাঁশী কস্তা, মঃ বাগু কস্তা; ১০. বিঃ বাবু গোমেজ, শুকরা গোমেজ, জানু গোমেজ ও আদু গোমেজ, পিঃ মৃত পেদ্রু গোমেজ; ১১. বিঃ পাঁচ কৌড়ি গোমেজ, মঃ বাস্তী গোমেজ (** ২২ পেটি নং মাঃ ধনাই; মিনাহ খারিজঃ মদলেনা গোমেজ ও আন্দ্রেজ গোমেজ); ১২. বিঃ মদলেনা গোমেজ, জঃ মৃত লালমন গোমেজ ও আন্দ্রেজ গোমেজ, পিঃ মৃত ডেঙ্গর গোমেজ; ১৩.বিঃ বাবু কস্তা, পিঃ মৃত দুলাই কস্তা, মঃ মেরিয়া গোমেজ; ১৪. বিঃ ফেলু কস্তা; পিঃ মৃত হিরু কস্তা, মঃ শুকলাল গোমেজ; ১৫. বিঃ বিলু গোমেজ, মঃ সুজনা গামেজ; ১৬. বিঃ লাল মন কস্তা; পিঃ মৃত হিরু কস্তা, মঃ শুকলাল গোমেজ; ১৭. হিসাব খাজনা: বিঃ আজরালী, তাইজদ্দি ও নজুমদ্দি লস্কও ও আনছারালী, মুন্সরালী লস্কর, পিঃ মৃত মুলফত লস্কর, মঃ বিলু গোমেজ, সুজনা গামেজ; ১৮. বিঃ মদন হিরু কস্তা; ১৯. বিঃ আদু গোমেজ, মঃ পেদ্রু গোমেজ (পেদ্রু জানি গোমেজ ১/৮ অংশের খাজনা); ২০. বিঃ শুকরা গোমেজ, মঃ পেদ্রু ও জানী গোমেজ; ২১. বিঃ যোশেফ গোমেজ, পিঃ মৃত...শ গোমেজ, মঃ পেদ্রু ও জানী গোমেজ।

এই প্রবন্ধটি যদি আমাদের নবীন/প্রবীণ প্রজন্মের কারো মনে অধিকতর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তাহলে আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

তথ্যসুত্র:

জুলিয়ান এ. গমেজ, তিনশো বছর আগে (১৯৬৬), প্রকাশক : শ্রী পল গমেজ, কোলকাতা-১৪।

যেরোম ডি' কস্তা, বাংলাদেশে ক্যাথলিক মণ্ডলী (১৯৮৮), প্রকাশক: ফাদার এ. জ্যোতি গমেজ , প্রতিবেশী প্রকাশনী।

প্রফেসর দিলীপ পন্ডিত, বাংলাদেশে খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিহাস (১৯৮৫): প্রকাশক: খ্রীষ্টীয়ান লিটারেচার সেন্টার, চাঁদপুর, বাংলাদেশ।

লুইস প্রভাত সরকার (২০০২), বঙ্গদেশে খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় (১৫৭৬-১৯৬০): প্রকাশক: প্রভু যীশুর গীর্জা, কোলকাতা-৭০০০১৬।

বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সি.এস.সি. (১৯৮৮), বাংলাদেশ ও খ্রীষ্ট-মণ্ডলী: প্রকাশক ও গ্রন্থনা: যাজক সম্মিলনী, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশ।

Julian Sunil Martin Roy (2004), A Brief History of Portuguese Converts ATHARO GRAM, Dhaka Catholics: Roy Sumusti Publications, Kolkata- 700016

J.J.A. Campos (1919), History of The Portuguese in Bengal: Asian Educational Services, New Delhi, 1998.

অনুতাপ

ক্ষুদীরাম দাস

শুদ্ধ হতে হলে অনুতাপের আগুনে জ্বলতে হয়। এ জন্যে জ্বালাতে হয়। আর জ্বালাতে চাইলে তাকে সেভাবেই জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসতে হয়। তাহলে সে শুদ্ধ হতে পারবে।

পাশের বাড়ির বুড়ি লোকটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মাঝে মাঝেই বলতো এসব কথা। হয়তো, প্রতিবেশিদের ঝামেলা শুনলে মানুষের মুখ থেকে এভাবেই হয়তো বিড় বিড় করে বের হয়ে যায়।

মিতা মাসীমা মারা গেছে। তাই এতো লোকের ভীড়! মানুষ যেন মানুষের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে আর কি! নানা জনে নানান কথা বলেই চলেছে। কোথাও এরকম ঘটনা ঘটলে মানুষ এমনই করে থাকে।

'কখন মারা গেছে কেউ তো জানতেই পারেনি, মনে হচ্ছে মাঝ রাতেই, গায়ে তো পিঁপড়েও হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ হয়েছে হয়তো মারা গেছে যে।'

'আরে ভাই, তুমি তো বুঝতে পারছো না।'

'তাহলে কী বলতে চাও?'

'তিনি কি একা থাকতেন?'

পাশ থেকে একজন চোখ রাঙিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, একাই তো থাকতো, কী আর হবে? ছেলেপুলে নেই, স্বামী নেই এরকমই তো সবাই জানে!'

'আরে না না, বডি দান করে গেছে শুনলাম, ওসব কোন ঝামেলা নেই।'

ভিড়-এর মধ্যে টুকরো টুকরো কথাগুলো ভেসে আসছিল কানে, আজ বলার কোন ভাষা নেই সাগরের। সাগরদের আবাসনের পাশের উইংসে মিতা মাসিমা মারা গেছেন। বিয়ে করেননি উনি, তিন কূলে কেউ নেই, আজ কে কবর দেবে সেই নিয়ে পাড়ার লোকের বচসা লেগেছিল। স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন উনি, রিটায়ার করেছিলেন বহুদিন, পাড়ার লোকের সাথে সদ্ভাব কোনদিনই তেমন ছিল না, লোক আড়ালে ডাইনি অবধি বলতো। কেন জানি না, সাগরদের পরিবার পাড়ায় আসার পর থেকে শুনে শুনে ওনার সাথে না মিশেও ওনার প্রতি বিরূপ মনোভাবই পোষণ করতো। এই তো কয়েক মাস আগের ঘটনাটাই, ক্ষমাটাও চাইতে পারেনি। তার সাথে বড় অন্যায় হয়েছে; সাগর চুপচাপ বসেই রইলো।

'মিতা মাসীমার অন্তত কবর দেয়ার ব্যবস্থা তো করতে হবে।' কেউ একজন বলে উঠলো।

সাগরের মনটা হু হু করে কেঁদে উঠলো। অতীতের পাতা থেকে টনক নড়ল সাগরের, সামনেই মিতা মাসীর মৃতদেহ। নাহ, ক্ষমা আর চাওয়া হয়নি, তার আগেই মানুষটা ফাঁকি দিয়ে চলে গেল, জানি না কেন আজ খুব অনুতপ্ত লাগছিল সাগরের মনের মধ্যে, নিজের না বলতে পারা কথাগুলো দলা পাকিয়ে আসছিল গলার কাছে, ভিতর থেকে কেউ যেন বলছিল, অন্তত শেষ সময়ে মানুষটাকে একটু সম্মান দে!

কবর দেয়ার সমস্ত দায়ভার নিজের কাঁধে নিলো। এটুকু করতে পেরেও যদি মনটা একটু হালকা হয়, জানি, লোকজন আড়চোখে দেখছে হাসছে, হাসুক, দেখুক। অন্তত মনটা একটু শান্ত হবে -এমনটাই ভাবছিলো সাগর।

সাগর ভাবছে, সব কাজ নিজেই করতেন, কাজের লোকও ছিল না। সুস্থই তো ছিলেন, হঠাৎ যে কী হলো ভাবতে ভাবতেই চোখটা গেল বুক সেলফে রাখা ডায়েরিটায়। শিক্ষিকা ছিলেন, ঘরে অনেক রকমের বই-এর মাঝেই ডায়রিটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, বহু পুরোনো মোটা একটা ডায়েরি, পাতা উল্টাতে উল্টাতে হাত আটকাল সাদা-কালো ছবি দুটোয়। মিতা মাসীর ছবি একটা, কী অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু ইনি কে? বেশ হ্যান্ডসাম দেখতে তো! মনের মধ্যেকার জিজ্ঞাসাটা আর দমন করতে পারলো না, কয়েকটা পাতায় লেখা ক্ষুদ্রাক্ষর চোখে পড়েই গেল।

এই মিতা মাসীমা শিক্ষিকা মানুষ ছিলেন, ভালোবেসেছিলেন একজন মানুষকে, লোকটার নাম জানা নেই সাগরের। তবে ভালোবাসার মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সমাজ পরিবার, পরিজন, কেন? সেটা কারো জানা নেই। হয়তো বাঁধার কোনো কাঁটাতার ছিল যে। এজন্যে বাড়ি ছেড়েছিলেন, সমাজ ছেড়েছিলেন, পরিবার পরিজন ছেড়েছিলেন নতুন সংসার পেতেছিলেন ভালোবাসার মানুষটার সাথে। ভাগ্য সহায় হয়নি, বিয়ের ছয় মাসের মাথায় ভালোবাসার মানুষটা ছেড়ে গেছিল মৃত্যুর কাছে হেরে গিয়ে, ভালোবাসার চিহ্ন একমাত্র ছেলেটাও জন্মের পাঁচ বছরের মাথায় পুকুরে ডুবে মারা যায়। একাকীত্ব পিছু ছাড়েনি মানুষটার, চলে আসেন এখানে, ছেড়ে আসা পথে আর বাড়ি ফিরে যাননি। সাগর কিছুই করতো পারলো না। সেজন্যে এতো অনুতাপ। অবশ্য সেই ছেলেটার জন্যে তার ভীষণ খারাপ লাগছিলো। কেননা ঐ ছেলেটির মৃত্যুর জন্যে দায়ী সাগরই, অবশ্য অন্যরাও দায়ী ছিলো। মানুষটার কাছে ক্ষমাটুকুও চাইতে পারেনি। এত অনুতাপ, এত গ্লানি, কাকে বলব এসব? কে বুঝবে?

কবর দেয়ার সব আয়োজন হয়ে গেছে। পাড়া-পড়শী নাক সিঁটকাচ্ছে, নানা কথাও বলছে হয়তো কিচ্ছু যায় আসে না তাতে। সমস্ত আয়োজনে সাগরই ছিলো। এতে যদি নিজের অপরাধ বোধটা একটু কমে, একটু যদি মানুষটার আত্মা শান্তি পায়। ক্ষমা চাওয়ার পথ আর নেই, যদি আগে ক্ষমা চাইতে পারতাম, যদি মানুষটাকে বুঝতো!

সাগর তার নিজের হুঁশ হারিয়ে ফেলেছে। মনের মধ্যে অনেক কথা জমে আছে। সবই অনুতাপের কারণে হয়েছে। সাগর এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তার বন্ধুকে বলতে লাগলো, একজন দক্ষ শিকারি হিসেবে আমার বন্ধু রফিকের বেশ সুখ্যাতি আছে। সম্প্রতি ও চল্লিশ অতিক্রম করেছে। তবুও ওর চেহারায় সবসময় আনন্দের ছাপ স্পষ্ট, চোখ জোড়া তন্দ্রালু এবং চমৎকার হাসির অধিকারী। ও একজন রসিক ও প্রাণোচ্ছল মানুষ। তাছাড়া একজন সৎ, উদার, মৃদুভাষী ও দয়াশীল ব্যক্তি হিসেবে ওর যথেষ্ট কদর আছে। তবে পশু–পাখির প্রতি ওর দয়ার নমুনা নিয়ে লোকজনের মুখে প্রায়ই মজার সব গল্প শোনা যায়। একবার ওর বিড়ালের পা ভেঙ্গে গেলে পুরো পরিবারকেই ও ত্যাজ্য করে দিয়েছিল প্রায়। কারণ ওর পরিবারের সবাই পরামর্শ দিয়েছিল বিড়ালটিকে নদীতে ফেলে দিতে। যাইহোক, সেবার বিড়ালের পা ভাল না হওয়া পর্যন্ত ওটার সেবা-শুশ্রুষাতে ওকে যথেষ্ট সময় দিতে হয়েছিল। আরেকবার ওর একটা মুরগী যখন অন্ধ হয়ে গেল ও নিজেই ওটার জন্য বিশেষ একটি খাঁচা তৈরি করেছিল। নিজ হাতে মুরগীটাকে ও খাওয়াতো, ওটার পছন্দের ঘাস এনে দিত আর প্রায় প্রতিদিনই খাঁচাটা পরিষ্কার করতো। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও মুরগীটাকে ও জবাই করেনি বরং মৃত্যুর পর যথাযথ সম্মান ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ওটার সৎকার করেছিল। গুজব আছে, প্রিয় মুরগীর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে ও দীর্ঘক্ষণ কেঁদেছিল।

তার বন্ধু কখনোই তার শিকারের মাংস খায় না। জিজ্ঞেস করলে বলে, যাকে খুন করার জন্য আমার হাত নিশপিশ করে, আমার মুখ তার মাংস খেতে অস্বীকার করে।'

আমার বন্ধুর স্বভাব-চরিত্র আমার বেশ ভালই জানা আছে। তাই ওর শিকারের চমকপ্রদ কাহিনী আর এমন অদ্ভুত স্ববিরোধী চরিত্র আমাকে খুব অবাক করে। ও একদিকে যেমন অন্ধ মুরগী ও খোঁড়া বিড়ালের জন্য ব্যথায় কাতর হয় আবার অন্য দিকে তিতির, খরগোশ কিংবা হরিণের প্রাণ বধ করে প্রচণ্ড আনন্দ পায়। বার বার ব্যর্থ হওয়া সত্বেও ওকে শিকার থেকে নিবৃত্ত করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। ওকে সতর্ক করে বলেছি, জীবন ব্যথার বদলে ব্যথা ও আনন্দের বদলে আনন্দ ফিরিয়ে দেয়। আমি বারবার ওকে একটি পুরনো প্রবাদ মনে করিয়ে দিয়েছি, 'চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত।' অথচ ও নির্বিকার মাথা দুলিয়ে বলত, 'শিকার করা হালাল। তাছাড়া অন্য কোন খেলায় আমি এত আনন্দ পাইনা।'

পাশ থেকে একজন বিরক্ত হয়ে বলতে লাগলো, 'এই তুমি চুপ কর। ও তো পাগল হয়ে গেছে। ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দে।'

তবুও সাগর বলতেই লাগলো, আমি অনেকবার জানতে চেয়েছি, শিকারে ও কেন এত আনন্দ পায়। শিকার কি ওর কাছে পলাতক কিছুকে খুঁজে পাবার নেশা, বিদ্রোহীকে পরাভূত করার আনন্দ, নাকি দূরের কিছুকে নিজের করে নেবার সুখ? নাকি এটা এক ধরনের শরীর চর্চা? ও আমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল, জীবনের দুঃশ্চিন্তা থেকে পরিত্রাণ, প্রকৃতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া আর মাটি, পাথর, মেঘ ও বাতাসের ঘ্রাণ নেওয়ার মত অসংখ্য অনুভূতি শিকারের মধ্যে কাজ করে। ও খুব দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল, 'একজন শিকারির কাছে শিকার হল ভোর ও সন্ধ্যার আনন্দ, নিজের ঘামে স্নান-সুখ লাভ আর শিকারের পেছনে ছুটতে ছুটতে নিজের হৃদ-স্পন্দন উপভোগ করা।' আমার বন্ধু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'আহা! শিকারিই কেবল শিকারের আনন্দ বুঝে। শিকারের অভিজ্ঞতা দেহ ও আত্মার এক বিপুল স্ফুর্তি। আমার এই দেহ যখন চার দেয়ালের ভেতর বন্দি হয়ে পরে তখন ঈশ্বর আমাকে এভাবেই সাহায্য করেন।'

দীর্ঘদিন পর জীবনকে পবিত্র করার কথা বলে আমার বন্ধু যখন পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল তখন এইসব আলাপচারিতার কথা আমার স্মৃতির দুয়ারে কড়া নেড়ে গেল। ওর মধ্যে আমি কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ওকে বললাম, বন্ধু, তোর চোখ কিছু বলতে চাইছে।' থুতনিতে হাত রেখে ও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আমার হাত ধরে প্রায় জোর করেই পাশে বসিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'শোন। গতকাল আমি একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, একটা তিতির পাখিকে আমি হত্যা করেছি। কিন্তু ওটার কাছে গিয়ে দেখি মরেনি, যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আমি ছুরি দিয়ে ওটাকে জবাই করলাম। এই স্বপ্ন দেখার পর সকালে আর শিকারে যেতে পারিনি। অবশ্য এমন মেয়েলীপনার জন্যে আমি নিজের কাছেই খুব লজ্জা পাচ্ছিলাম। তাই দুপুরের খাবার সেরেই শিকারের উদ্দেশে বের হয়ে পরলাম।'

"কিন্তু বাইরে বের হবার আগেই বাবা! বাবা! বলে আমার ছেলে আমার পথ আগলে দাঁড়ালো। আমি ওকে কোলে নিয়ে আদর করলাম; ওর চোখ, ওর কপাল আর থুতনিতে চুমু খেলাম। ওকে বললাম, ফিরার সময় তোমার জন্য কী নিয়ে আসবো বাবা। ও দুই হাত প্রশস্ত করে বলল, 'এত্ত বড় একটা পাখি, সত্যিকারের পাখি।' বললে কি তুই বিশ্বাস করবি বন্ধু, সারাটাদিন আমি এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে ছুটাছুটি করেছি কিন্তু একটা পাখিও মারতে পারিনি। অনেক তিতির আমার চোখে পরেছে, অন্তত দশটাকে লক্ষ্য করে গুলিও করেছি কিন্তু একটাও মরেনি। এ কথাগুলো আমি না বলে যদি অন্য কেউ বলতো, আমি নিশ্চিত তুই বিশ্বাস করতিনা। কারণ তুই জানিস, শিকারে আমি কতটা দক্ষ। জানিনা কেন এমন হল, তবে বুঝতে পারছিলাম আমার চোখ আর হাতের মধ্যে সেদিন কোন সখ্য ছিল না। ঐ স্বপ্নই আমার চিন্তা আর অনুভূতিকে নিষ্ঠুরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে, আমাকে নিজের প্রতি বাক্রুদ্ধ করে তুলেছে। আমি বরাবরই তোর পরামর্শগুলো অবজ্ঞা করেছি। আমি বুঝতে চাইনি, জীবনেরও নিজস্ব একটা হিসাব আছে, এ হিসাব সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের ভেতরকার কোন এক অদৃশ্য শক্তি অনিচ্ছা সত্বেও আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে বাধ্য করে আবার কিছু করা থেকে বিরতও রাখে। এখন বুঝতে পারছি, জীবনের এই কর্তৃত্ব স্বীকার করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

'যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়ে আমি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। ঐ মুহূর্তের পরাজয় আমার হৃদপিণ্ডকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল আর ঐ অভিশপ্ত স্বপ্ন বার বার আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। জানিনা কেন, তবে আমি নিশ্চিত ছিলাম ঐ স্বপ্নই আমার ব্যর্থতার কারণ। এরকম এক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে আমি যখন তাড়াহুড়া করে বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছি ঠিক তখনই রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে একটা শিয়াল তীরবেগে আমার সামনে দিয়ে দৌঁড়ে চলে গেল। আমি সাথে সাথেই ওটাকে গুলি করে মেরে ফেললাম। ওটার লোমের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ ছিল না। কারণ তুই জানিস এই ঋতুতে শিয়ালের লোমের কোন মূল্য নেই। আমি শিয়ালটিকে হত্যা করেছিলাম শুধুমাত্র প্রকৃতি ও আমার নিজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে, এতে যদি কিছুটা মানসিক শান্তি পাওয়া যায়! তাছাড়া আমার চোখ ও হাতের অসাধারণ দক্ষতার উপর আমি আবারো আস্থা ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলাম আর সেই সাথে চেয়েছিলাম ঐ দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি।'

'কিন্তু মৃত শিয়ালটার দিকে এগিয়ে যেতেই ছোট ছোট তিনটা শিয়াল ছানা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে ডাকাডাকি শুরু করল। আমার বুঝতে বাকি রইল না, আমি ঐ তিনটার মাকে হত্যা করেছি। এক অর্থে, আমি এক মার সাথে তার সন্তানদেরও হত্যা করেছি। কারণ মাকে ছাড়া ঐ বাচ্চা শিয়ালগুলোর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। তখন মনে হচ্ছিল, আমার হৃদপিণ্ড ভেদ করে বর্শার ফলা ঢুকে গেছে আর কেউ লাঠি দিয়ে আমার মাথায় আঘাতের পর আঘাত করছে। কিন্তু মুহূর্তেই আমার ঐ যন্ত্রণা বিস্ময় ও আনন্দে রূপ নিল, যখন দেখলাম মৃত শিয়ালটির মুখে আধমরা একটি তিতির পাখি ছটফট করছে।'

সবাই হা করে সাগরের কথাগুলো শুনছিলো। কারো কারো কাছে ভালোও লাগছিলো, যদিও সাগর পাগলের মতো প্রলাপ বকছিলো। এদিকে সাগর বলেই চলছে।-'ঐ মুহূর্তের অনুভূতি তুই কল্পনাও করতে পারবি না। আমি একটা ভয়ানক অন্যায় করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ মা শিয়ালের কাছে তার ছোট ছোট বাচ্চাগুলো ততোখানিই আদরের ছিল ঠিক যতোখানি আমার সন্তান আমার কাছে। হয়তো আমার ছোট ছেলের মত করেই ঐ শিয়ালের কোন এক ছানা তাকে বলেছিল মস্ত বড় একটা তিতির পাখি ধরে নিয়ে

আসতে।' 'হতে পারে, ঐ শিয়ালটিও আমার মত সারাদিন ঘুরে কোন তিতির পাখি পায়নি। আর যখন পেল তখন আমিও গিয়ে হাজির হলাম তার জীবনটা কেড়ে নেবার জন্য। এক মা ও তার সন্তানদের মুখের গ্রাস লুট করে নিজের সন্তানকে উপহার দেব বলেই হয়তো এমন নিয়তি! ঐ মা শিয়ালটা কি জানতো, মুখে করে সে যে আহার নিয়ে এসেছে তা তার সন্তানদের ভাগ্যে নয় বরং আমার সন্তানদের ভাগ্যে লেখা রয়েছে? পারলে তুই এ প্রশ্নের উত্তর দে।'

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার বন্ধু এমনভাবে ওর ঠোঁট নাড়লো যেন খুব সুস্বাদু কিছু খাচ্ছে। ও বলল, 'এ ঘটনা আমার বোধ-বুদ্ধির বাইরে। কারণ এখানেই সব শেষ নয়, আরো কিছু আছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমি স্বাভাবিক হয়ে গেলাম। যদিও কষ্ট হচ্ছে তবুও বলছি, একটা পাখির জন্য আমার পুত্রের নিষ্পাপ আবদার আমাকে ঐ ভ্রমের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। আমি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম- আমি তো কোন অন্যায় করিনি, তাহলে নিজেকে অপরাধী ভাববো কেন। পুরো ঘটনাটিকে উদ্ভট কল্পনা হিসেবে মেনে নিয়ে আমার শিকারি জীবনের আরো একটা দিনের সফল সমাপ্তির জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। আমি ভুলে গেলাম কিংবা ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম, আমার ঝোলায় যে রক্তাক্ত সেটা আমার নয় বরং এক দুর্ভাগা মা শিয়ালের শিকার। কিন্তু তারপরও, পাখিটা হাতে পাবার পর আমার পুত্রের মধ্যে আনন্দের যে উচ্ছ্বাস আমি দেখেছি তার পুরো কৃতিত্ব আমার সাধু চিন্তায় ঐ শিয়ালটিরই প্রাপ্য বলে মনে হল।'

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একজন প্রতিবেশি ছিলেন ডাক্তার। তার আপ্রাণ চেষ্টাতেই সে রাতে আমার ছেলেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। এখনো ঐ দৃশ্যের কথা মনে পরলে আমার বুক কেঁপে উঠে, আমি অসুস্থ হয়ে যাই।' এরপর বেশ কিছুক্ষণ আমার বন্ধু চুপ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমার সাথে বল 'জীবন পবিত্র!' আমাদের অজান্তেই জীবন আমাদের আলোকিত করে।"

আমি আরো একবার বললাম, 'জীবন পবিত্র'। সেই সাথে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কি তুই শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিস?' আমার বন্ধু বিরক্তি নিয়ে উত্তর দিল, 'এত কিছু বলবার পরও তুই সন্দেহ করিস কিভাবে?'

পাশ থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে ঠাস করে একটা চড় মেরে দিলো সাগরকে।

তারপর সাগর যেন একটা হুঁস ফিরে পেলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'মিতা মাসীমা! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমাকে আমার অনুতাপ থেকে মুক্ত করো। আমি আর কারো সাথে অন্যায় করবো না।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্র নংঃ দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২৪-২০২৫/০৪৭ তারিখ ঃ ১২ আগষ্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা - এর ডিসি ছাত্রী হোস্টেল (নন্দা ও সাধনপাড়া) এবং ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইন্সটিটিউট এর জন্য নিম্নলিখিত বিভিন্ন পদে চুক্তিভিত্তিক কর্মী (আবাসিক) হিসাবে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী
০১	**হোষ্টেল সুপারই-নটেনডেন্ট (আবাসিক)** (কর্মস্থল - ঢাকা ক্রেডিট নারী হোষ্টেল, নন্দা)	০১	**অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর**	নারী	**আলোচনা সাপেক্ষ**	- নূন্যতম ডিগ্রী/অর্নাস পাশ হতে হবে। - **হোষ্টেলে সার্বক্ষনিক অবস্থান করতে হবে এবং রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক (আবাসিক)।** - হোষ্টেল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনায় নূন্যতম জ্ঞান থাকতে হবে। - সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য।
০২	**হোষ্টেল সুপারই-নটেনডেন্ট (আবাসিক)** (কর্মস্থল - ঢাকা ক্রেডিট ছাত্রী হোষ্টেল, সাধনপাড়া)	০১	**অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর**	নারী	**আলোচনা সাপেক্ষ**	- নূন্যতম ডিগ্রী/অন পাশ হতে হবে। - **হোষ্টেলে সার্বক্ষনিক অবস্থান করতে হবে এবং রাত্রিযাপন বাধ্যতামূলক (আবাসিক)।** - হোষ্টেল পরিচালনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনায় নুন্নতম জ্ঞান থাকতে হবে। - সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করার প্রতিশ্রুতি বদ্ধ থাকতে হবে। - সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য।
০৩	**নার্সিং ইন্সট্রাক্টর (আবাসিক)** (কর্মস্থল -ডিভাইন মার্সি নার্সিং ইন্সটিটিউট, মঠবাড়ি, উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর)	০১	**অনুর্ধ্ব ৪৫ বছর**	নারী	**আলোচনা সাপেক্ষ**	- আবেদনকারীকে অবশ্যই বি.এস.সি/এম.এস.সি ইন নার্সিং পাশ হতে হবে। - আবেদনকারীর ক্ষেত্রে কোন স্বনামধন্য নার্সিং ইন্সটিটিউট এ **নার্সিং ইন্সট্রাক্টর** হিসাবে বাংলাদেশ নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারী কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাশ পরিচালনা করার নূন্যতম ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকতে হবে। - ক্লাশ পরিচালনার জন্য **ইন্সটিটিউট/কর্মস্থলে সার্বক্ষনিক অবস্থান করতে হবে (আবাসিক)।** - শিক্ষার্থীদের তত্ত্বাবধান করা, অনুমোদিত শিক্ষা কার্যক্রম অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করা, বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক্যাল ট্রেনিং দেয়ার বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। - শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, অগ্রগতী ও পারদর্শীতা মূল্যায়ন করার দক্ষতা থাকতে হবে। - নার্সিং এর সবরকম কোর্স/মডিউল ডিজাইন করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। - কম্পিউটার পরিচালনা, এম.এস অফিস অপারেট (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেসেন্টেশন), ইন্টারনেট ব্রাউজিং এবং ইংরেজি ও বাংলা টাইপিং-এ পারদর্শীতা থাকতে হবে।

শর্তাবলীঃ-
০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভাল ভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদ পত্র, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটো কপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভাল ব্যবহার এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
০৬। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৭। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে যে কোন দিন ও যে কোন সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
০৮। এই নিয়োগবিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৯। আবেদনপত্র আগামী ৩১ আগষ্ট, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

মাইকেল জন গমেজ
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদন পত্র পাঠানোর ঠিকানা
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/১৮৪/২৪

স্বর্গ ও মর্তের রাণী মারীয়া

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

'স্বর্গের রাণী মা মারীয়া, মর্তের রাণী মা মারীয়া
যেও না কখনো মাগো তুমি আমারে ছাড়িয়া।'

মারীয়া যিশুর মা, মারীয়া মণ্ডলীর মা। মারীয়া আমার/আমাদের মা। তিনি (মারীয়া) স্বর্গ ও মর্তের রাণী, বিশ্ব জননী, ঈশ্বর জননী। মানব মুক্তির ইতিহাসে মা মারীয়ার ভূমিকা ও উপস্থিতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাণ্ডলিক জীবনে মা মারীয়ার উপস্থিতি খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে বিশেষ সাড়া দেয়। "কিন্তু যখন সময় পূর্ণ হল, তখন পরমেশ্বর এই পৃথিবীতে পাঠালেন তাঁর আপন পুত্রকে; তিনি জন্ম নিলেন নারীগর্ভে, জন্ম নিলেন মোশীর বিধানের অধীন হয়ে" *(গালাতীয় ৪:৪)*। খ্রিস্ট যিশুর জগতে জন্ম ও তাঁর (যিশু) প্রচারিত জীবন এবং মণ্ডলীর জন্মলগ্ন থেকেই আমরা মা মারীয়ার সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করি। মারীয়ার প্রেরিতশিষ্যদের সাথে থেকে পবিত্র আত্মার অপেক্ষায় ছিলেন *(দ্রঃ শিষ্যচরিত ১:১৪)* ও তাঁদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসে। এইভাবেই মা মারীয়া খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবনে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তিনি জগতে ভক্তিতে পূজিত ও স্বর্গে মহিয়ায় উন্নীত, স্বর্গোন্নীতা।

স্বর্গ ও মর্তের রাণী মারীয়াঃ- মা মারীয়া যিশুর মা হয়ে হলেন গৌরবান্বিত। মানব মুক্তির ইতিহাসে তিনি হ্যাঁ বলার মধ্যে ঈশ্বর ও মানুষের পুনর্মিলন সাধিত হয়েছে। "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন, আমার তাই হোক" *(লুক ১:৩৮)*। যিনি স্বর্গের প্রভু, বিশ্বত্রাতা তাঁকে নিজ গর্ভে ধারণ করেছেন। তিনি তাঁকে (যিশু) পালন করেছেন ও মুক্তি সহদাত্রি হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করে হয়েছেন ঈশ্বর জননী, বিশ্ব নন্দিনী। 'স্বর্গ সভাতে তুমি মা অনন্যা, বিশ্বজগতে তুমি মা ধন্যা, তোমার হয় না তুলনা'। মারীয়ার এই নম্রতা ও ঈশ্বর-ভীরুতাই তাঁকে অনন্যা করে তুলেছে। তাই ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গোন্নীতা করেছেন। তিনি হয়েছেন স্বর্গ ও মর্তের রাণী।

প্রভুর দাসীঃ- মা মারীয়া নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। নিজেকে দীন দাসী হিসাবে সমর্পণ করে বলেন; "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলছেন, আমার তাই হোক" *(লুক ১:৩৮)*। তাঁর এই দীনতাই তাঁকে মহান করেছে, তিনি হয়েছেন প্রেরিতগণের রাণী, স্বর্গোন্নীতা; স্বর্গ ও মর্তের রাণী। তিনি ঈশ্বরের মা হওয়ার মহা সুসংবাদ পেয়ে জ্ঞাতি বোনের সেবার তরে বেড়িয়ে পড়েন। তিনি ঈশ্বরের প্রশংসা গান করে বলেন; "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান; আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত! তাঁর এই দীন দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি; আজ থেকে যুগে যুগে সকলেই ধন্য ধন্য বলবে আমায়। আহা আমার জন্যে সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন! পুণ্য আহা, পুণ্য তাঁর নাম" *(লুক ১:৪৬-৪৯)*। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজ জীবনে গ্রহণ করে নম্র হয়েছেন এমনকি জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গে উন্নীত করেছেন। তিনি হয়েছেন বিশ্বরাণী।

প্রেরণকর্মীঃ- মা মারীয়া দূতের কথায় হ্যাঁ বলার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রেরণ কাজকে জগতে মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি গ্রহণ করেছেন সুসংবাদ সেইসাথে শুনেছেন আরও একটি সুসংবাদ। তাঁর জ্ঞাতি বোন এলিজাবেথ বৃদ্ধা বয়সে মা হতে চলেছেন। মারীয়া তাকে সেবা করার জন্য বেরিয়ে পড়েন এবং তার সাথে ৩ মাস অবস্থান করেন (দ্রঃ লুক ১:৩৮-৪১;৫৬)। এইভাবে মারীয়ার নম্রতা, উদারতা ও অপরকে সাহায্য করার উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। মারীয়ার অনুরোধেই যিশু সময়ের আগেই অলৌকিক কর্ম সম্পন্ন করে পরিবারকে লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করেন *(দ্রঃ যোহন ২:১-১১)*। মা মারীয়া যিশুর প্রকাশিত জীবনে প্রেরণ কর্মের সঙ্গী হন। ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে মারীয়া দেখেন কিভাবে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করে নিজ পুত্র মানব মুক্তির জন্য ক্রুশে জীবনোৎসর্গ করেন। এভাবে মারীয়া হয়ে উঠেন প্রেরণকর্মীদের আদর্শ ও প্রেরণা। ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গ মহিমায় ভূষিত করেন স্বর্গোন্নয়ণের মধ্য দিয়ে।

শান্তির রাণীঃ- 'মা গো তুমি শান্তিময়ী, আন গো শান্তি বিশ্বময়।' মা মারীয়া শান্তির বরপুত্র যিশুকে গর্ভে ধারণ করেছেন। তিনি জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবার কাছে সুসমাচার প্রচার করেছেন। সত্য, সুন্দর ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সবার সাথে মিশে গেছেন। মারীয়াও বিভিন্ন সময়ে জগতে দর্শন দিয়ে বলেছেন জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করতে। তাই আমরা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবনের বিশেষ ঘটনা ধ্যান করি। মারীয়ার মধ্যস্থতায় বিশ্বের শান্তির জন্য প্রার্থনা করি।

স্বর্গোন্নীতা মারীয়াঃ- আমরা মারীয়াকে বলি স্বর্গোন্নীতা মারীয়া, তিনি স্বর্গ ও মর্তের রাণী। তিনি তাঁর নম্রতায় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে জগতে ঈশ্বর পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন। ঈশ্বর মানুষ হয়ে জগতের মাঝে বাস করতে লাগলেন *(দ্রঃ যোহন ১:১৪)*। যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর জগতে প্রবেশ করলেন তিনি হলেন মা মারীয়া। মারীয়ার এই দীনতা ও নম্রতার কারণেই তিনি স্বর্গোন্নীতা হয়েছেন ও রাণী হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন। ত্রিভূবনের যিনি রাজা (খ্রিস্ট প্রভু) তাঁর মা মারীয়া স্বর্গ মহিমায় ভূষিত।

উপসংহারঃ- ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যিনি নিজ জীবনে পরিপূর্ণতা দিয়েছেন, তিনি যিশু, মণ্ডলী ও আমার/আমাদের মা, মারীয়া। 'আজি হইল মহানন্দ স্বর্গপুরি আলোকিত।' মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়নের ফলে স্বর্গ আলোকিত হল, আর আমরা জগতের সবাই ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই। আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসীরা স্বর্গ ও মর্তে সুরক্ষিত হই। মারীয়ার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের অনুগ্রহদানে ধন্য হই। মারীয়ার সাথে ও মধ্যস্থতায় যিশুর বাণী শ্রবণ ও ধ্যান করে আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে নিজেদের জীবনকে ধন্য করি ও আনন্দে জীবন যাপন করি।

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

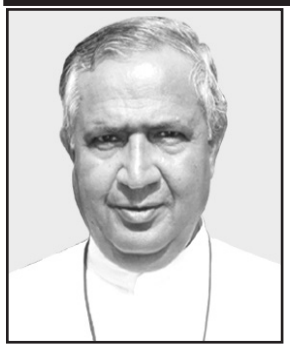

প্রয়াত ফাদার আলফ্রেড গমেজ
জন্ম : ৫ মার্চ ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, পিপ্রাশৈর
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

"তুমি রবে হৃদয়ে চির অম্লান
ভালোবাসার ফুল হয়ে"

আজ আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি তোমার অফুরন্ত ভালোবাসা ও আবদানের কথা। তোমার আত্মত্যাগ ও সেবার মধ্যদিয়ে শত সহস্র হৃদয় খ্রিস্টীয় আদর্শে আলোকিত হয়েছে। পিএইচবি বাসীর প্রতি তোমার ভালোবাসা ছিল সর্বদাই সীমাহীন আকাশের মতো। তোমার স্নেহ আশীর্বাদে আমরা আজ সিক্ত ও পরিপূর্ণ। পরম পিতার পূণ্যধামে তুমি থাকো মহা আনন্দে। তোমার আশীর্বাদ সবসময় কামনা করি।

কৃতজ্ঞতায়
পিএইচবি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
কালীগঞ্জ, গাজীপুর

বিজ্ঞ/১৮২/২৪

“ বিড়ালই শ্রেষ্ঠ দানব!”

ম্যাথিউস আদম কস্তা (মতি)

আকাশের বুক জুড়ে স্থাপিত এ পৃথিবী থেকে তেরো লক্ষ গুণ বড় সূর্য নামক দেবতাকে এই ধরণীর শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত করা হয়। কারণ সূর্য, তুমি যখন সারা পৃথিবী জুড়ে তোমার তীব্র দাবদাহের মতো প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাও তখন মাঠ-ঘাট, নদী-নালা ও ফসলের জমিসহ সবকিছু ফেটে চৌচির। গরমে অতিষ্ট হয়ে মানুষ হাঁসফাঁস করে। সুতরাং প্রকৃতির বুকে তোমার ক্ষমতাই প্রকট। আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত। জবাবে সূর্য তখন প্রতিবেদককে কহিলেন, “দেখুন, আমার সম্বন্ধে আপনি যা কিছু বলছেন তা সবই ঠিক আছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমার এত তীব্র ক্ষমতা যা দিয়ে আমি সারা পৃথিবী পুড়ে ছাঁই করে দিতে পারি। এমন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমার চেয়ে শক্তিশালী দানব এ ধরণীতে বিরাজ করে। আর তারা হলো “মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান।” তারা যখন তাদের কেরামতি দেখায় তখন মানুষের ঘর-বাড়ি, গাছপালা, গবাদি পশুসহ সবকিছু লণ্ডভণ্ড ও ধ্বংস করে প্রচন্ড গতিতে তাদের উপর দিয়ে ছুটে যায়। সুতরাং তারাই আমার চেয়ে শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত। তখন প্রতিবেদক এই রোমহর্ষক তথ্য শুনে সোজা চলে গেলো মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফানের কাছে। গিয়ে তিনি তাদের অভিবাদন জানালেন এবং কহিলেন, “দেখুন, আপনাদের সম্পর্কে সূর্য নামক দানবের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এই ধরণীতে তোমরাই শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত।” প্রতিবেদকের কাছ থেকে এ সকল তথ্য শুনে তারা বলল, “দেখুন, আমাদের সম্পর্কে আপনি যে সকল তথ্য জেনেছেন তা সবই ঠিক আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি যে, এত তীব্র গতিতে প্রকৃতির উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া আর সূর্য নামক দানবকে সারাদিন মেঘ দিয়ে ঢেকে রাখবার মতো ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন প্রচন্ড প্রতাপের সাথে সু-উচ্চে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড় নামক বিশাল দানবের কাছে যাই তখনই আমরা তার বুকের উপর আছরে পড়ি, হুমড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে পড়ি। সুতরাং পাহাড়ই সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত।” তখন প্রতিবেদক এই রোমহর্ষক তথ্য শুনে সোজা চলে গেলো পাহাড়ের কাছে। গিয়ে তিনি নম্র স্বভাবে তাকে অভিবাদন জানালেন এবং কহিলেন, “দেখুন ভাই পাহাড়, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফানের কাছ থেকে আপনার বীরত্বের কথা সবই শুনলাম। এত প্রচন্ড গতিতে প্রকৃতির উপর দিয়ে ছুটে যাওয়া সত্ত্বেও আপনার কাছে তারা অসহায়। কারণ আপনার উপর তারা কোনো প্রভাবই ফেলতে পারে না। সুতরাং তাদের মতে আপনিই শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত।” জবাবে পাহাড় প্রতিবেদককে কহিলেন, “দেখুন, “আমি এত বড় বিশাল পাহাড় হওয়া সত্ত্বেও আমার চেয়ে আরো শক্তিশালী দানব এ ধরণীতে বিরাজ করে। আর তারা হলো “ইঁদুরের দল।” তাদের কাছে আমি অসহায়! কারণ এই ইঁদুরের দল যখন দল বেঁধে আমার সর্বাঙ্গ কেটে কুটে শত শত গর্ত খুঁড়ে আমার সৌন্দর্যের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং স্বর্গরাজ্য হিসেবে খ্যাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নীলাভূমি এই পাহাড়ের সব কিছু ধ্বংস করে। তখন কোনো ভাবেই আমি তাদের এই আগ্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে পারি না। সুতরাং ইঁদুররাই আমার কাছে শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত।” তখন প্রতিবেদক পাহাড়ের কাছ থেকে ইঁদুরের উপদ্রপের এমনি দুঃখজনক ও বিষাদে ভরা তথ্য শুনে সোজা চলে গেলো ইঁদুর সম্রাটের কাছে। গিয়ে তিনি তাকে অভিবাদন জানালেন এবং কহিলেন, “দেখুন, “পাহাড়ের কাছ থেকে তোমাদের উপদ্রপের বীরত্ব গাঁথা তথ্য সবই শুনলাম। কিন্তু তাতে জানা গেল যে; পাহাড়, যিনি এত পরাক্রমশালী ও দৈত্য দানবের মতো তিনিই তোমাদের কাছে অসহায়! তার মতে তোমরাই শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত।” এই কথা শুনে ইঁদুর সম্রাট প্রতিবেদককে কহিলেন, “দেখুন, আমরা যদিও পাহাড়ে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করে থাকি এবং আমাদেরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা জাঁকজমকপূর্ণ অভয়ারণ্য বা স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলে থাকি তা সত্ত্বেও বিড়াল নামক দানবের কাছে আমরা অসহায়।” কারণ আমরা যখন শুনতে পাই যে, পাহাড়ে বিড়াল ঢুকেছে তখন আমাদের দেহের প্রাণটা যেন বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম ঘটে। পাহাড়ে বিড়াল ঢোকার খবর শুনে ছোট বড় সব ইঁদুরেরা দল বেঁধে আমার কাছে আসে। আর বলে, “সর্দার, আপনি শুধু আমাদের হুকুম দিন। আমাদের আনন্দ, উল্লাসে ও ছোটাছুটিতে যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে সেই হারামজাদা বিড়াল বেটাকে এমনি শিক্ষা দিব ওর বাপ দাদার নাম একেবারে ভুলিয়ে দিব। তখন সর্দার তাদের বললেন, “কি করবে তোমরা তাকে শুনি?” আর তখনই উত্তেজিত ইঁদুরের দল কেউ কেউ বলল; “সর্দার, আমি ঐ বেটা বিড়ালের লেজে কামড়ে ধরে মারব এক টান।” আবার সঙ্গী ইঁদুরেরা বলল; “সর্দার, আমরা ঐ বেটা বিড়ালের দুই কানে কামড়ে ধরে দুই দিক থেকে টানাটানি করে বিড়ালকে একেবারে শেষ করে দিব।” আর তখনই সর্দার একটু মুচকি হেঁসে উত্তেজিত সকল ইঁদুরের বীরত্বের প্রশংসা করলেন এবং কহিলেন- বাবারা আমার তোমরা তো সবাই ঐ বিড়ালের সবদিক থেকে টেনে ধরে টানাটানি করবে। কিন্তু বিড়ালের 'মেওটা' ধরবে কে শুনি? অর্থাৎ বিড়াল যখন ওৎ পেতে থেকে একটা একটা করে ইঁদুরকে ধ্বংস করবে তখন কে বিড়ালের ওই মেওটা ধরবে? সর্দারের কাছ থেকে এমনই ভয়ংকর তথ্য শুনে সকল ইঁদুরের প্রাণ যেন দেহ থেকে বের হয়ে গেল তখন তারা আর বলতে লাগল, “বাপরে বাপ। “মেও!” ওটাতো আমরা ধরতে পারবো না। কারণ বিড়ালের ওই ‘মেও’ আমাদের প্রত্যেককে ধরে ধরে গিলে খাবে। অর্থাৎ শিকার ধরতে ওৎ পেতে থাকা যুব সিংহ যেমন বেরিয়ে আসা শিকারের উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে শিকারকে টুকরো টুকরো করে ঠিক তেমনি ভাবে ওৎ পেতে থাকা বিড়ালও গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ধ্বংস করবে। তাই এই দানবের হাত থেকে পরিত্রাণের কোনো পথ নাই। সুতরাং ইঁদুর সমাজের কাছে বিড়ালই শ্রেষ্ঠ দানব বলে অভিহিত।” The cat is the greatest killer are known of the mouse society.

বিঃদ্রঃ কৌতুকটি কাল্পনিক হলেও এর বাস্তবতা (১০০ থেকে ১০০)।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২০২৫ খ্রিস্টাব্দের বিশ্ব শান্তি দিবসের মূলভাব প্রকাশ

গত বৃহস্পতিবার (৮/৮) সমন্বিত মানব উন্নয়ন বিষয়ক ডিকাস্টেরি জানায় যে; ব্যক্তি, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক তথা সকল পর্যায়ের সত্যিকার মন পরিবর্তনের ফলেই সত্যিকারের শান্তি বিকাশ সাধন হয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সমাপ্তিতেই শুধু শান্তি আসে না কিন্তু শান্তি এমন একটি নব বাস্তবতা যেখানে বিভিন্ন ক্ষতসমূহ নিরাময় হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকৃতি পায়। জানুয়ারি ১ তারিখে ঈশ্বর জননী কুমারী মারীয়ার মহাপর্ব দিবসে বিশ্ব শান্তি বিদস পালিত হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৬ষ্ঠ পল এ দিবস প্রতিষ্ঠা করেন এবং তখন থেকেই প্রতিবছর পোপগণ বিশেষ বাণী দিয়ে যাচ্ছেন। বাইবেলের ও মণ্ডলীর জুবিলী বর্ষের ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের শান্তি দিবসের জন্য মূল প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে: "আমাদের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা কর: তোমার শান্তি আমাদের দান করো।"

ডিকাস্টেরি জানায় যে, মূলভাবটি নির্ধারণ করতে পোপ ফ্রান্সিসের সার্বজনীন পত্র 'লাউদাতো সি' ও 'ফ্রাতেল্লী তুর্তি' তবে সর্বোপরি জুবিলী পালনের কেন্দ্রিয় মূল্যবোধ আশা ও ক্ষমা তাদেরকে শান্তি দিবসের উক্ত মূলভাব নির্ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। জুবিলী কাউকে নিন্দা না করে মন পরিবর্তনের কিন্তু একই সাথে পুর্নমিলন ও শান্তি আনয়নের সময়। ঐতিহ্য অনুযায়ী জুবিলীতে পাপের ক্ষমা ও ঋণের বোঝা মওকুফ করার আবেদন দ্বন্দ্বে ও সামাজিক পাপে নিমজ্জিত বাস্তবতাকে আশা দান করে। এ ব্যাপারে মণ্ডলীর পিতৃগণ যে অনুধ্যান রাখেন তার বাস্তবসম্মত প্রয়োগ আমাদেরকে আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক , পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কার্ডিনাল পারোলিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের টেলিফোন কথোপকথন

কার্ডিনাল পারোলিন ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান

গত সোমবার (১২/৮) সকালে ভাটিকানসিটির সেক্রেটারী কার্ডিনাল পারোলিন ও গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানের মধ্যে টেলিফোনে কথোপকথন হয়। ভাটিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক মাত্তেয় ব্রুনি জানান, কার্ডিনাল পারোলিন ইরানের নতুন প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানান এবং তাদের মধ্যে গণমঙ্গল বিষয়ক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে ভাটিকানের উদ্বেগের কথা তুলে ধরে যেকোন দ্বন্দ্ব এড়াতে সংলাপের সম্ভবপর সকল প্রচেষ্টার কথা পুনঃব্যক্ত করেন কার্ডিনাল। নির্যাতিতদের সহায়তা করতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসও নিয়মিতভাবে সংলাপ ও শান্তির আহ্বান করছেন। গাজাসহ যেসকল স্থানে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে অচিরেই যেন সেসকলস্থানে যুদ্ধ বিরতি আসে।

নিকারাগুয়ার মাতাগাল্পা ও এস্তলিতে আরো ২জন পুরোহিত গ্রেপ্তার

গত সপ্তাহান্তে নিকারাগুয়ায় মণ্ডলী আরো নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২ জন পুরোহিত ও পুরোহিতের ১জন সহযোগিকে আটক করা হয়েছে। ১০ আগস্ট শনিবারে এস্তালির লা ত্রিনিদাদ শহরের যিজাজ দি কারিদাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিওনেল বালমাচেদা ও মাতাগাল্পার কার্মেন সায়েনজ্ নামে একজন পালকীয় কর্মীকে আটক করা হয়। রবিবারে মাতাগাল্পার ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর ভিকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদিকে ৮ আগস্ট ৭জন নিকারাগুয়ান পুরোহিতকে তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে এবং পরে তারা রোমে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

দিদির স্বর্গযাত্রার ১৫তম বার্ষিকী

মহাকালের কাল-চক্রে আমাদের জীবনে আবারও বেদনাসিক্ত স্মৃতিময় ২৮ আগস্ট-এর আগমন হলো।

মিসেস আশালতা বটলেরু (অধিকারী)
জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ আগস্ট, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

দিদি, তুমি ১৪ বৎসর আগে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে আমাদের কাঁদিয়ে স্বর্গরাজ্যে চলে গেছো। দিদি গো, তোমাকে ভুলিনি, ভুলতে পারছিনা, হয়তো বা কখনও ভুলতে পারবওনা। কেননা, তোমার অকৃত্রিম ত্যাগস্বীকার, স্নেহ-যত্ন, অনুপ্রেরণায় গঠিত এ জীবনে সর্বত্রই শুধু তোমার অভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বেঁচে আছি। দিদি, তোমার আশীর্বাদ আমার ও পরিবারের জন্য খুবই প্রয়োজন। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার রেখে যাওয়া খ্রিস্টীয় অম্লান আদর্শগুলো কর্মদায়িত্বে প্রয়োগ ক'রে তোমার স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করতে পারি। দিদি, তুমি ভাগ্যবতী যে, ইতিমধ্যেই আমাদের প্রিয় মা-বাবা তোমার সাথে স্বর্গে আছেন। বিশ্বাস করি যে, তুমি মা-বাবা'র সাথে স্বর্গে মহা শান্তিতেই আছো। অবুঝ ভারাক্রান্ত হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা, আমরাও যেন একদিন তোমাদের সাথে স্বর্গে মিলিত হতে পারি। দিদি, আজ তোমার অন্তিম বিদায় বার্ষিকীতে তোমাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। দিদি, তুমি ভাল থেকো।

তোমারই স্নেহ-ধন্য আপনজনদের পক্ষে,
ফাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস বট্‌লেরু সিএসসি

বিজ্ঞ/১৮৩/২৪

মোহাম্মদপুরে সাধ্বী খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৯ আগস্ট শুক্রবার ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সাধ্বী খ্রীষ্টিনা ধর্মপল্লীর প্রতিপালিকার পর্বদিন অতি ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশের মধ্যদিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়। পর্বীয় খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ৮:৩০ মিনিটে। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার ফ্রান্সেসকো রাপাচেলি পিমে। এছাড়াও ১২ জন পুরোহিত, তিন শতাধিক খ্রিস্টভক্ত, সিস্টারগণ, হলিক্রস ব্রাদারগণ উপস্থিত ছিলেন। খ্রিস্টযাগের পূর্বে ধর্মপল্লীর নতুন স্মৃতি ফলক উন্মোচন করা হয়। খ্রিস্টযাগের শেষে পবিত্র ছবি আশীর্বাদ করা হয়। ধর্মপল্লীর পর্বদিনকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রকাশনা কমিটি বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও স্মরণিকা 'আশার আলো' প্রকাশ করেন। একই সাথে 'বর্তমান জগতে খ্রিস্টবিশ্বাসের সাক্ষ্যদান' এ বিষয়ের উপর রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীদের ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এছাড়াও সাধ্বী খ্রীষ্টিনা নামধারীদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। পরিশেষে ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ফাদার ডেভিড গমেজ সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সার্বিক সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান, সেই সাথে দেশের শান্তি কামনায় সকলকে প্রার্থনা করতে আহ্বান করেন।

শক্তিমতি কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লী বোর্ণীতে ডিকন ডেভিড পিটার পালমা'র যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান

গত ৮ আগস্ট ২০২৪ খিস্টাব্দ বিকালে ডিকন ডেভিড পিটার পালমা'র মঙ্গল কামনা করে আশীর্বাদের অনুষ্ঠান, সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয়। এই আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ফাদার আন্তনী হাঁসদাসহ অন্যান্য ফাদার-সিস্টারগণ ও ধর্মপল্লীর বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণ।

৯ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ডিকন ডেভিড যাজকপদে অভিষিক্ত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানের পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও। পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত ৩৫ জন ফাদার, ৫ জন ডিকন, ২০ জন সিস্টার ও প্রায় ৫০০ খ্রিস্টভক্ত।

রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপদেশ বাণীতে বলেন, যাজকপদ হলো একটি উপহার। যিশু নিজেই একজন যাজককে অভিষিক্ত করেন। তিনি যেভাবে নিজেকে ক্রুশ কাষ্ঠের উপর তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ঠিক একইভাবে আমাদের নবঅভিষিক্ত ফাদার ডেভিড পিটার পালমাকেও যিশুর মতো জীবন উৎসর্গ করতে হবে। যিশু তাঁর নিজ জীবন উৎসর্গ করার মধ্যদিয়ে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে দয়া প্রকাশ করেছেন একজন যাজককেও যিশুর দয়া মানুষের প্রতি দেখাতে হবে।

নব অভিষিক্ত ফাদার ডেভিড পিটার পালমা তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আজ আমার হৃদয় ঐশ কৃপায় পরিপূর্ণ, তাই আমার প্রাণ পরমেশ্বরের মহিমা গায়। কেননা তিনি আমাকে যাজক পদে অভিষিক্ত করেছেন। আমাকে যাজকরূপে প্রভুর বেদীমূলে আসতে অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান আছে। আজকের এই বিশেষ দিনে শ্রদ্ধাভরে তাদের কথা স্মরণ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই। পাল পুরোহিত ফাদার আন্তনী হাঁসদা, যাজক অভিষেককে ঘিরে যারা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন বা করছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সৌজন্যে: বরেন্দ্রদূত

নাগরী ধর্মপল্লীতে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি ২০২৪

প্রাঞ্জল রোজারিও: "নাগরী ধর্মপল্লী আমাদের অহংকার" অনলাইন পরিবারের পক্ষ হতে গত ১১ আগস্ট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার সেন্ট নিকোলাস গীর্জার চত্বরে আয়োজন করা হয় বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি ২০২৪। উক্ত কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন নাগরী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ, সহকারী পালপুরোহিত ফাদার বিশ্বজিৎ বর্মন ও খ্রিস্টভক্তগণ। ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ বলেন, গাছ লাগানো ভালো কাজ এই ধরনের কার্যক্রম যেন দিনদিন বৃদ্ধি পায় এবং এই কাজের জন্য গ্রুপের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। অনলাইন গ্রুপটির প্রধান এডমিন তুষার রোজারিও বলেন, প্রতিবারের ন্যায় এই বারও আমরা বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশ উপহার দিতে পারি। খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে থেকে ঝর্না ডি' ক্রুশ এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান ও ভালো কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। এতে আরোও উপস্থিত ছিলেন ধনুন গ্রাম পরিষদের সভাপতি সমীর রোজারিও এবং উক্ত গ্রুপের সদস্যবৃন্দ। এই গ্রুপটি শিক্ষা, চিকিৎসা, বৃক্ষ রোপন, সরাসরি খ্রিস্টযাগ সম্প্রচার, প্রার্থনার কার্ড মুদ্রণ, ফ্রী অক্সিজন সেবা, বড়দিনে বস্ত্র বিতরণ সহ নানান কার্যক্রম করে যাচ্ছে।

শক্তিমতি কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে বেদীসেবক পদ প্রতিষ্ঠা

ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন: গত ৬ আগস্ট শক্তিমতি কুমারী মারীয়ার ধর্মপল্লীতে সকালের পবিত্র খ্রিস্টযাগ এর মধ্যদিয়ে ৪ জনকে বাণীপাঠক এবং ৪ জনকে বেদীসেবকের পদ প্রদান করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন ফাদার আন্তনী হাঁসদা এবং তাকে সহায়তা করেন ফাদার মিন্টু যোহন রায় ও ফাদার সুরেশ পিউরীফিকেশন।

উপদেশে ফাদার আন্তনী হাঁসদা বলেন, প্রতিষ্ঠিত বাণী ঘোষক সেবাদায়িত্ব যা মণ্ডলীতে অনেক আগে থেকেই ছিল। এই সেবাদায়িত্ব পালনে ভক্তজনগণের অংশগ্রহণ যেন বৃদ্ধি পায় সে জন্য পোপ মহোদয় আহ্বান করেন। আজকে যারা প্রতিষ্ঠিত বেদীসেবক ও বাণী ঘোষক পদ লাভ করেছেন তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই।

সৌজন্যে: বরেন্দ্রদূত

অস্ট্রেলিয়ার বাঙালিদের মাঝে বাংলাদেশের বিশপগণ

প্রবাসের সংবাদ

মিন্টু রোজারিও: ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই ও খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী গত ১৯ জুলাই ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহর ভ্রমণ করেন। তারা অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন ধর্মপদেশের বিশপদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন। সফরের শেষদিকে 'বাংলাদেশ খ্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া ইনক্' এর আয়োজিত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন। গত ৪ আগস্ট রোজ রবিবার দুপুর ১ টায় বাংলা খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিডনী প্রবাসী শত শত খ্রিস্টভক্তগণ যোগদান করেন। বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন এবং দেশের শান্তির জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে বলেন। একইসাথে খ্রিস্টযাগেও বিশেষ উদ্দেশ্য রাখা হয় বাংলাদেশের শান্তির জন্য।

খ্রিস্টযাগের শেষে প্রবাসী খ্রিস্টভক্তদের সাথে আর্চবিশপসহ অতিথিরা মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন। অতপর তারা বাংলাদেশ খ্রিষ্টিয়ান এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া ইনক প্রদত্ত সংবর্ধনা গ্রহণ করেন। একই সাথে উক্ত সংগঠনের বিশেষ আয়োজন ঐতিহ্যবাহী পিঠামেলা উপভোগ করেন।

দিনশেষে প্রবাসী বাঙালি ছেলেমেয়েরা আর্চবিশপসহ অতিথিদের সম্মানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেখানে দেশীয় ঐতিহ্যেও অনেক উপস্থাপনা থাকে। বিদেশে থেকেও বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি ভালোবাসা দেখে আর্চবিশপ মুগ্ধ হন এবং এই ঐতিহ্য ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে উৎসাহ দান করেন। ৫ আগস্ট আর্চবিশপ অস্ট্রেলিয়া ত্যাগ করেন।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!! সুবর্ণ সুযোগ!!!

বড়দিন উপলক্ষে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট আহ্বান

- আপনি কি লেখালেখি করেন?
- আপনি কি নাটক লেখেন?
- আপনি কি আসন্ন বড়দিনে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
- তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন। স্ক্রিপ্টে থাকবে বিশ্বাস-প্রত্যাশা, মিলন-আনন্দসহ খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন নাটক। নাট্যাংশে থাকবে যিশুর জন্ম-কাহিনী।
- আরও থাকবে : নাচ, গান, বাণী।

স্ক্রিপ্ট আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে। কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্টটি নিয়ে কাজ করা হবে। স্ক্রিপ্ট সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র
বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।
আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
weekly.pratibeshi.org
weeklypratibeshi

বাণীদিপ্তী
BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
varitasbangla

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ২৯
Regd. No. DA-33
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 29
❖ 18 - 24 August, 2024, ৩ - ৯ ভাদ্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সাতচল্লিশতম মহা প্রয়ান দিবস পালন

'তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে আমাদের হৃদয়ে'

সাতচল্লিতম মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রিয় সুধী,

সবার প্রতি রইলো খ্রিস্টীয় প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আগামী ২ সেপ্টম্বর, সোমবার, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, রমনা সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল গির্জায় প্রয়াত ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর সাতচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হবে। আর্চবিশপের চিরশান্তি কামনায় পবিত্র খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করবেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহামান্য আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ, ওএমআই।

এই বিশেষ দিনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই।

অনুষ্ঠানসূচী

৪:৩০ মিনিট	-	জীবন সহভাগিতা
৪:৪৫ মিনিট	-	প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন
৫ টায়	-	পবিত্র খ্রিস্টযাগ, কবর আশীর্বাদ ও ও শ্রদ্ধা নিবেদন।

শুভেচ্ছান্তে–

পালকীয় পরিষদ, সেন্ট মেরীস ক্যাথিড্রাল এবং আর্চবিশপ সহ রমনা আর্চবিশপস্ হাউজের ফাদারগণ।

বিজ্ঞ/১৮৭/২৩

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org